Dakshini
BENGALI ASSOCIATION OF CALIFORNIA

presents

ARGHYA 2019

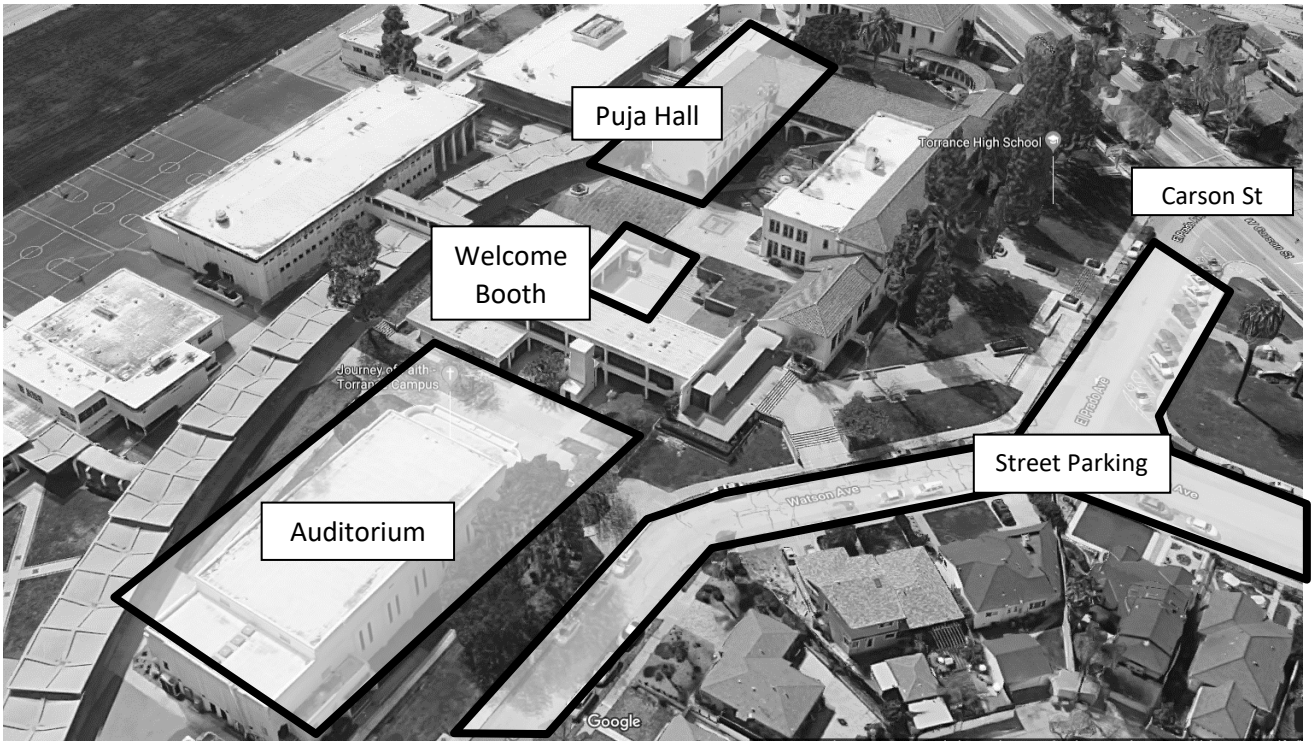

Map of Puja Venue: Torrance High School, 2200 W. Carson St., Torrance, CA 90501

Special Acknowledgments:

Priest: Kamalendu Ganguly

Pandal Credit: Subhendu & Mohua (Piu) Roy and team

Welcome Booth: Robin Poddar, Arnab Chatterjee, Abir Chakraborty, Notonesh Bhattacharya and Avijit Bhattacharya

Dakshini Membership Information System (DISHA): Shawli & Sourav Roy, Rupashree & Anup Goswami, Suman Saha, Sonali Charkraborti, Jayeeta Ghosh, Swapna Ray

Cover: Apala Bhunia

Cover-Story: The painting depicts thoughts about the current world, drawing a parallel with the legend of Mahishasurmardini, i.e. good prevailing over evil. Parts of the world around us are falling apart, and many people are losing hope for the future. However, much of this earth still seeks the silver lining, and puts hope into their faith, be it religion or humanity. This painting embodies Ma Durga, holding a new world, a better world for everyone. She is coming out of a broken, dull earth that has fractured from abuse. Ma Durga gives us hope that we the people can repair many of the problems our world faces today. She inspires us to be that catalyst of change. Thematic and design ideas were provided by Sumana and Priyodarshi Majumdar.

Editors: Priyodarshi Majumdar and Sweta Bhattacharya

Disclaimer: The views, opinions, and ideas expressed by the authors in their submissions are exclusively their own. Submissions have been considered solely based on their participation and have not been subject to any editorial censorship. Acceptance of any particular submission for publication in 2019 Magazine does not constitute any express endorsement whatsoever of the authors' viewpoints by Dakshini Bengali Association of California.

Table of Contents

Message from the President 2
সম্পাদকীয় 3
Message from the Ambassador of India 4
Dakshini Executive Committee 2019-2021 5
Past and Present President(s) 5
Durga Puja 2019 Volunteers 6
Puja and Cultural Show Schedules 7
DAKSHINI ACKNOWLEDGES OUR SPONSORS 8
2019 Program Highlights 8
Annual Picnic 8
Srabon Shondhya 8
Buro Shaliker Ghare Roe 8
Aaj Shraboney 9
Mahalaya 9
রূপং দেহি … an inaugural dance presentation 10
Manomay Bhattacharya & Srijato Bandyopadhyay 10
Jimut Roy 11
Sudesh Bhosle 11
AACE presents: Raja ebong Rosogollar Karkhana 13
DAKSHINI HIGH SCHOOL GRADUATE SCHOLARSHIP 14
DAKSHINI YOUTH PANEL 15
List of Sponsors and Members 16
Prose Garden 18
Camping!!, Sanjit Purkayastha, 7 19
My Summer Vacation, Anusha Ghosal, 8 19
Few days with a famous person, Aviraj Ghosh, 9 20
Donate to a Good Cause, Toree Roy, 10 21
My Mom: My Hero!, Shekhor Bhattacharya, 10 21
A Special Day !!!!, Ipsita Saha, 10 22
Backpacking in Stanislaus National Forest, Proma Majumdar, 12 23
Be Careful What You Wish For, Aisheek Ghosh, 13 26
24 Hours in Edinburgh: A Traveler's Guide, Arjun Ghosh, 13 28
Seeking truths behind the traditions, Dr. Sukrit Mukherjee 30
দোহা-য় কিছুক্ষণ, গৌরী দাস 38
সতী-পতি উপাখ্যান, কমলেন্দু গাঙ্গুলী 41
Palette-able 44
Welcoming Ma Durga with drum beats, Avish Banerjee, 7 45
Maa Arrives on Elephant, Soham Sarkar, 14 45
Maa Durga, Spandan Ghosh, 8 46
Ma Durga, the Powerful, Vikramjit Basu, 8 46
Colors of Nature, Shekhor Bhattacharya, 10 47
দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, Soujonnyo Saha, 7 47
ঢাকে পড়ল কাঠি, পুজো জমজমাটি, Souhardyo Saha, 10 48
শক্তি ও সিদ্ধি, Shirom Mukherjee, 11 48
Rhyme Time 49
fiLe, Prokkawn Majumdar, 17 50
Arrival of Maa Durga, Sudipto Banerjee 50
ঈশোপনিষদ (ভাবানুবাদ), দীপক বাগচী 50
কর্ণকুন্তী সংবাদ – ২, সুচরিত সরকার 52
বিশ্বাস, প্রিয়দর্শী মজুমদার 53
The Wishing Well 54

Message from the President

To beloved Dakshini members,

I am honored to be able to welcome you to our 2019 Durga Puja festivities, the capstone of a wonderful year spent with all of you at Dakshini. This celebration holds cultural importance for Bengalis everywhere, but it means even more to our team here. It signifies to us the power of the community we have built here, a community that would not be possible without every single one of you. I encourage everyone to come and join us in celebrating the bonds we have formed together. We have created for ourselves a home away from home, and it was made possible only by the hard work and dedication of every Dakshini member who was determined to see this project succeed.

As always, we have strived to maintain an atmosphere for our members where one can truly feel like they are with family. Dakshini is a place to make friends and memories that will be with us for years to come, and we want to share that with everyone. We have been placing even more emphasis than usual on reaching out to our next generation and making sure that they feel that they are just as much a part of this community as everyone else. The best way to preserve what we have here is to make sure that we welcome absolutely everyone to join in and participate in this blessed family where we can rely on each other even in the toughest of times.

I feel truly fortunate to have such a prolific support system in place, our dedicated team of Executive Committee members, several Dakshini volunteers and their families, past Dakshini presidents, and our senior members, all of whom have worked tirelessly for the last few months. Additionally, my sincere thanks to Torrance High School staff for their support of our event. We are a prime example of a whole that is much stronger than the sum of its parts. Therefore, I would like to thank each and every one of you reading this right now. Whether you are part of our committee, part of our volunteer team for Puja, or even a member attending our events, every single one of you is integral for making Dakshini what it is today, and you have my deepest gratitude.

So please, join us for this event where we celebrate our culture, our community, and our family. We will have lots of amazing food, spectacular entertainment, and many showcases where you can see our community's hard work in motion.
Welcome to Durga Puja 2019.

With warm regards,
Nibedita Laha, President
Dakshini Bengali Association of California.

সম্পাদকীয়

অপেক্ষা শেষ আর আনন্দের শুরু, এই তো বোধন। এই সেদিনই না 'আসছে বছর আবার হবে' ডাক দিলাম? বছর ঘুরে গেল, আকাশে পেঁজা তুলোর দেখা মিলল, বাতাস ছুঁইয়ে দিল শরতের আমেজ, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতেও কাশ ফুলের দোদুল নাচ – সপরিবার মা এলেন বলে। প্রকৃতি দেবী যখন সেজে ওঠেন হিমালয় কন্যাকে অভ্যর্থনা করার জন্য, দক্ষিণী পরিবারেও তখন সাজ সাজ রব। পাক্কা এক বছর বাদে আবার বাচ্চা কাচ্চা আর পরিচালিকা-পরিচালকদের স্বরে গম গম করে ওঠে নরওয়াক-এ AACE-এর নাটক প্রস্তুতির অঙ্গন, বারোয়ারি পুজোর আগাম খবরাখবর নিয়ে ঘন ঘন বেরোতে শুরু করে টাটকা 'সন্দেশ,' একগুচ্ছ আশু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নির্ঘণ্ট নিয়ে চলে ইতি উতি আলোচনা, ভুরিভোজের কর্মীবৃন্দ লেগে পড়েন কোমর বেঁধে, আর মন্ডপ শিল্পী ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁর শিল্প কার্য্যে। জন্ম আর বেড়ে ওঠা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হলেও, পঞ্জিকার দিন বদলের সাথে এই সুদূর পশ্চিমেও আমাদের মন ফিরে যায় বড় হয়ে ওঠার শারদীয় আমেজে, এবং ভাগ করে নেয় ঠিক সেরকম ভাবেই আত্মীয়, বন্ধু, পড়শির সাথে। আসছে বছর এসেই গেল!

ঘরে ঘরে কর্মী মহিলাদেরকে প্রশংসা করার সময় বলি – ইনি তো দশ হাতে সংসার সামলান। কোন সন্দেহ নেই এই উপমা দশভূজা দেবী দুর্গারই। বছরে শুধু পাঁচ দিনের জন্য আমরা ঘটা করে পার্বতীর পুজো করি বটে, কিন্তু ওনার অসুরদলনী শক্তি এবং অভয়দায়িনী মূর্তি আমাদের ঘিরে রয়েছে সব সময়েই, আমাদেরই দিদি-বোন-বান্ধবী-মা-ঠাকুমা-স্ত্রীদের মধ্যে। মহিষরূপী অসুরকে মা পুরাণে বধ করে থাকলেও, এই পৃথিবীতে দুষ্ট মন দমনের কাজ এখনও বাকি। আজ শারদপ্রাতে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণে অঞ্জলি দেওয়ার মুহূর্ত যেন সেই মানুষরূপী দশভূজা আত্মীয়-পরিজনদেরকে সমাসনে বসিয়ে শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রদানেরও অঙ্গীকার।

ফি বছরের পুজোর স্মৃতি রয়ে যায় বহুদিন। মণ্ডপ পরিক্রমা, নতুন জামা কাপড়, পুজোর গান, শারদীয়া পত্রিকাগুচ্ছ, খাওয়া, দাওয়া আর অনেক দিন না দেখা আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে কুশল বিনিময়, এই নিয়ে ষষ্ঠী থেকে দশমী কেটে যায় হৈ হৈ করে। পরের বছর ঢাকে কাঠি পড়ার আগে অব্দি এই স্মৃতি রোমন্থনের জন্য হাতের কাছে চটজলদি কিছু একটা থাকলে মন্দ হয়না। সে কারণেই, বছরের যে কোন সময়ে দক্ষিণী পরিবারের পুজোর আঘ্রাণ নেবার জন্য এই পত্রিকার প্রকাশ। রয়েছে অনেকের অবদান। জয়ন্ত, সম্পূর্ণা, প্রবীর, কৌশিক আর নিবেদিতা-র অবারিত দ্বার এর জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা ওনাদের প্রতি। শ্বেতার হাসি মুখে অক্লান্ত পরিশ্রমের ওপর আমরা সবসময় নির্ভর করেতে পেরেছি, সেই জন্য ওকে বিশেষ ধন্যবাদ। নতুন কর্মসমিতির থেকে এবারও পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে ভাল লাগল। তাই আক্ষরিক অর্থেই এই 'অর্ঘ্য' আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমিই সম্মানিত। অবশ্যই, পত্রিকার গুণগত মান উত্তরণের কৃতিত্ব সমস্ত লেখিকা, লেখক, শিল্পী এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের। ভুল ভ্রান্তির দায় আমার। আশা করি পড়ে ও পড়িয়ে সবার ভাল লাগবে। শারদ শুভেচ্ছা সহ,

প্রিয়দর্শী মজুমদার

দেবীপক্ষ ১৪২৬

Message from the Ambassador of India

भारत का राजदूत
वाशिंगटन, डी. सी.

AMBASSADOR OF INDIA
2107 Massachusetts Ave., N.W.
Washington, D.C. 20008

4 October 2019

MESSAGE

I am happy to learn that the Dakshini Bengali Association of California is organizing Durga Puja celebrations from 11-13 October 2019 at Torrance High School (2200 W Carson St. Torrance, CA 90505).

I would like to convey my greetings on the occasion and appreciate the community service rendered by the Association. I would also like to felicitate the office-bearers and members of the Association and extend greetings and best wishes to the Indian community on this occasion.

সবাইকে শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা...

(Harsh Vardhan Shringla)
Ambassador of India to the United States

Dakshini Executive Committee 2019-2021

President: Nibedita Laha

Vice President: Mohua Roy

Secretary: Jayanta Purakayastha

Treasurer: Kaushik Sarkar

Executive Members

Notonesh Bhattacharya

Dr. Arundhati Biswas

Sampurna Dube

Prabir Ghosh

Suman Saha

Ad-Hoc Member:

Ranajit Banerjee

Sumon Sengupta

Past and Present President(s)

Year	Name
1985-1988	DR. SAMAR SIRKAR
1988-1990	DR. MALAY DAS
1990-1992	MR. AJIT RAKSHIT
1992-1994	MRS. MAITRAYEE MAZUMDAR
1994-1996	MR. AJOY DUBE
1996-1998	DR. KAMALESH SOM
1998-2000	MR. MOHIT CHATTERJEE
2000-2002	MRS. JAYASHREE DAS
2002-2004	MR. RANJIT DAS
2004-2006	MRS. PRATIMA DATTA
2006-2008	MR. SAJAL DEBNATH
2008-2010	MR. ANUPAM SUKUL
2010-2012	DR. SARNATH CHATTARAJ
2013-2015	MR. ARNAB CHATTERJEE
2015-2017	MR. BIDHAN RAY
2017-2019	MR. SHUBHAROOP GHOSH
2019-2021	MRS. NIBEDITA LAHA

Durga Puja 2019 Volunteers

The dedication of the volunteers is the strength of our organization. We sincerely appreciate the tireless effort of the volunteers who contributed to the arrangement of this year's Puja:

Aditi Majumder & Gopi Meenakshisundaram
Aditi & Sumon Sengupta
Ajanta & Jagdish Dhakshana
Ananya & Jayanta Purkayastha
Ananya & Siddhartha Dattagupta
Anupam Sukul
Abir Chakraborty
Arati & Malay Das
Arpita & Sanjib Mukherjee
Arundhuti Biswas & Abhisek Ghosal
Auntora Ghosh & Sujay Kar
Avijit Bhattacharya
Barna & Pranjit Saha
Basanti De & Sudip Purkayastha
Bhaswati & Sanjay Moulik
Benoy & Deepa Chowdhury
Biswarupa & Ajoy Dube
Chameli Panja & Siddhartha Biswas
Chaitali & Ranajit Banerjee
Chumki Sen
Gargi & Abhijit Chaudhary
Gouri Das
Indrani Paul & Daipayan Sen
Debapriya & Notonesh Bhattacharya
Dhruba Bhattacharya
Jayeeta & Prabir Ghosh
Keka & Shibabrata Roy
Maitreyee & Somprakash Majumde
Mithun Mukherjee
Mohua & Subhendu Roy
Moyna & Amarendra Banerjee
Nibedita & Suman Laha
Padmaparna Halder & Arnab Chatterjee
Pami Mukherjee & Sucharit Sarkar
Papiya & Biswajoy Basak
Payel & Dipankar Biswas
Poly & Rupak Chatterjee
Joydeep Mukherjee
Pratima & Kamalendu Ganguly
Pratishruti Sarkar & Avijit Bhunia
Pushpita & Swagato Ghosh
Rajashri & Ranjit Ganguli
Rajib & Konika Purkyastha
Reshmi & Pushkar Ghosh Chowdhury
Rini Ghosh
Rita & Sushanta Datta
Robin Poddar
Rupa and Ranjit Das
Rupashree and& Anup Goswami
Sajal Debnath
Sampurna Dube
Sangita & Sarnath Chattaraj
Sanhita & Sauvik Basu
Sanjib Ghosh & Sudipa Bhattacharya
Saradindu Dolui
Sayan Kar
Siddartha & Soma Saha
Sharmila Dasgupta
Shawli & Sourav Roy
Soma Mukherjee
Somali & Suman Saha
Sonali Chakraborty & Kaushik Sarkar
Sonali & Suman Saha
Sourabhi and Timothy Austin
Poppy & Soumitra Banerjee
Suchismita & Soumen Ghosh
Sudeshna & Kalachand Seal
Sumana & Priyodarshi Majumdar
Swapna & Bidhan Ray
Sweta Bhattacharya & Shubharoop Ghosh

and our youth volunteers:

Aditya Mukerjee
Aarya Moulik
Ahana & Apala Bhunia
Anushri & Arushi Purkayastha
Anusha Ghosal
Arjun & Aviraj Ghosh
Arohi Ghosh
Arin Ghosh
Arushi Bagchi
Ayushi Duttagupta
Daibik Chakraborty
Ipsita & Simran Bhattacharya
Nirajana Sarkar
Niravroh Laha
Proma Majumdar
Ritu & Rohan Ganguli
Rishita & Riyana Roy
Sagnik Chakraborty
Samiksha Mukherjee
Shampa & Shilpa Dutta
Siona Ghosh
Snigdha Saha
Spandan & Srijita Ghosh
Toree Roy

Puja and Cultural Show Schedules

FRIDAY OCT 11, 2019	
Shasthi Puja	7:30 PM – 9:30 PM
Dinner	7:30 PM – 9:30 PM
Cultural Show	
Inaugral Dance	7:45PM
Manomay & Srijato	8:00 PM – 10:00 PM

SATURDAY OCT 12, 2019	
Saptami Puja	9:30 AM – 1:00 PM
Lunch	1:00 PM – 2:30 PM
Ashtami Puja	2:30 PM – 5:00 PM
Youth Panel	2:30 PM – 3:45 PM
Tea & Snacks	4:30 PM
Sandhi Puja/Chandi Path	5:30 PM – 6:30 PM
Dinner	6:30 PM – 9:00 PM
Cultural Show	
Sudesh Bhosle	8:00PM – 10 PM

SUNDAY OCT 13, 2019	
Nabami Puja	10:30 AM – 1:30 PM
Lunch	12:30 PM – 2:00 PM
AACE Natok	2:30PM – 4:00 PM
Dashami Puja/Arati	4:00 PM – 5:00 PM
Bisharjan & Sindoor Khela	5:30 PM – 6:30 PM
Mistimukh	6:30PM – 7:00PM
Dinner	6:30PM – 7:30PM

SATURDAY OCT 19, 2019	
Cha/Adda/Bijoya	5:00 PM - 6:00 PM
Laxmi Puja	5:30 PM – 6:30 PM
Dinner	8:45 PM – 9:45 PM
Cultural Show	
Jimut Roy Live	6:45 PM – 8:45 PM

DAKSHINI ACKNOWLEDGES OUR SPONSORS

We are thankful to our sponsors for supporting the community:

Mrs. Latika & Dr. Kisholoy Goswami

- Sponsor for Shrabon Sandhya food
- Sponsor for Durga Puja AACE drama

Mrs. Arati & Dr. Malay Das - Sponsor for Friday dinner

Mrs. Poly & Rupak Chatterjee - Sponsor for Saturday lunch

Mrs. Sangita & Dr. Sarnath Chattaraj – Sponsor for Sunday lunch

Mrs. Padmaparna Haldar & Arnab Chatterjee – Sponsor for Sunday dinner

Mrs. Keka & Sibabarata Ray – Sponsor of kids' meal during Durga Puja

Mrs. Jayeeta & Prabir Ghosh – Sponsor for Lakshmi Puja dinner

2019 Program Highlights

Compiled by Somali Saha

Annual Picnic

Dakshini's picnic was held on June 15, 2019 at the Cypress Arnold Park. It was a fun filled day with games and sports for all ages - from 3 legged-races to antakshari to every Bengali's favorite, soccer! But most importantly, everybody experienced delicious food throughout the day.

Srabon Shondhya

Buro Shaliker Ghare Roe

Written by Michael Madhusudan Dutta; Directed by Mr. Robin Poddar

Set in 1850-s village culture, when British Sunset Law handed over the dictatorial power to ruthless zamindars as long as they pay taxes on time, Buro Shaliker Ghare Roe, written by Michael Madhusudan Dutta, is the story of such a vulgar, mean,

womanizing, religious fanatic and his oppressed poor subjects. Michael Madhusudan's revolutionary vision unfolds when the villagers bring about an unthinkable resolution against their oppressor.

Aaj Shraboney

Directed by Dr. Bhaswati Moulik

As the storm clouds gather and the rain drenches the earth (not in Southern California though), nature dances with joy as we continue our romance with the monsoon rains in a Dance Program.

Mahalaya

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নামোহস্তু তে
মধুকৈটভবিধ্বংসি- বিধাতৃ বরদে নমঃ |
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ||

While kash phool and beautiful fragrance of shiuli phool marked the end of Pitri Poksho and the beginning of Devi Poksho, autumn comes and everybody seems to get into the festive mood. Mahalaya brings an invitation to the mother goddess to begin her journey from Kailash to her paternal home along with her children.

This year Dakshini celebrated Mahalaya on Saturday September 28 with Devi Vandana recital, an ensemble of instrumental and vocal presentation under the tutelage of Guru Sri Suman Laha, accompanied by Sri Jyotiprakash (Tabla) and Sri Somnath Roy (Ghatam). The participants and the students of Sri Suman Laha practiced for months and offered their matristuti in front of Devi Mahatmyam.

Instrumentalists: Alan Cohn, Archana Dutta, Avish Banerjee, Dinkar Patel, Gaurav Basu, Hemendra Trivedi, Hideki Kishioka, Laurie Kali, Nainesh Solanki, Niravroh Laha, Shekhor Bhattacharya , Suman Saha, Trupti Mistry, Tuhinkana Das, Varuna Gunasekhara

Vocalists: Aditi Sengupta, Ankita Sarkar, Anusha Ghosal, Anya Shukla, Basanti Purakayastha, Manasvi Kulkarni , Mitali Dutta, Pooja Verma, Rafiq Dossani, Samriddho Bhowal, Shanti Gupta, Suprabha Biswas

Sankha Dhwani: Ranjit Das , Emcee: Somali Saha

রূপং দেহি ... an inaugural dance presentation

"বিদ্যা সমস্তা স্তব ভেদা স্ত্রিয়া সমস্তা সকলা জগৎসু"

বিশ্বের সমস্ত নারী মহামায়ার প্রতিরূপ। সৃষ্টির মধ্যে তিনি সত্ত্ব রজ তমো এই তিন রূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। এই বিশ্বের প্রকাশই তাঁর মূর্তি। আমরা মানবসন্তান জগতের স্থিতি সংহারকারিনী সেই অনন্ত মহাশক্তির কাছে নিজেদের সমস্ত চাওয়া অর্পন করি। মঙ্গলময়ী মূর্তিমতী আনন্দস্বরূপা আমাদের বরাভয় প্রদান করুন।

Women are supreme power and image of Devi Durga. They are also the fierce form of the protective mother goddess. We surrender to the Universal Mother and seek her blessing.

নৃত্য পরিবেশনা: অনুষ্কা সেনগুপ্ত, অদিতি সেনগুপ্ত, রিকপর্ণা ঘোষ, অনন্যা

নৃত্য পরিচালনা: অনন্যা

Manomay Bhattacharya & Srijato Bandyopadhyay

"ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে"

MANOMAY BHATTACHARYA is the fifth generation of "JADUBHATTA" having a sweet voice. He has had solid training in music from the age of four under the vigilant guidance of his father Sri Dhrubadas Bhattacharya, a disciple of Sri Subinoy Roy, and mother Srimati Ila Bhattacharya, a disciple of Sri Ratneswar Mukherjee. Manomay placed himself under the further tutelage of Benukumar Dobey, Bibhuti Bose and Jayanta Bose, who trained him on the finer nuances of classical music. He learned Tagore songs, Nazrul Geeti, Rajanikanter Gaan, Atulprasadi, Dwijendra Geeti, Ragprodhan, bhajan and modern Bengali songs from illustrious teachers like Biman Mukhopadhyay, Sukumar Mitra, Dilip Roy, Anal Chattopadhyay, Jatileswar Mukhopadhyay, and is still in close touch with Pandit Ajay Chakraborty.

"আমি যেন দেখে যেতে পারি
ঘুমের বাগান জুড়ে ফুটে থাকা শ্রীরক্তকরবী"

SRIJATO BANDHOPADHYAY is an Indian poet of the Bengali language. He won Ananda Puroshkar in 2004 for his book Uronto Sob Joker. In 2014 he won the Filmfare Awards East for Best Lyricist for the Song Balir Sohor from the film Mishawr Rawhoshyo. His latest poetic composition on Je Jotsna Harinatito was published at the International Kolkata Book Fair 2019 along with two more of his works - Je Kotha Boleni Age, and Ja Kichu Aj Byaktigoto. He has also attended the acclaimed Writers' Workshop at the University of Iowa.

Jimut Roy

This Laxmi Puja, our guest artist is Jimut, one of the most popular voices of Sa Re Ga Ma Pa 2017 season. Jimut received Hindustani Classical vocal music training from Guru Padmashree Pandit Ajoy Chakraborty. Jimut is the recipient of several awards, including Ugam National Award, Shrutinandan Talent Award, and Big Golden Voice. A fascinating voice and a charming person amongst the youth, Jimut Roy is the winner of Zee Bangla Sa Re Ga Ma Pa 2017 season.

Sudesh Bhosle

Ek doosre se karte hain pyaar hum…

Sudesh Bhosle is an Indian playback singer who primarily sings for Bollywood films. Bhosle is known for his ability to mimic actor Big B, having sung for him in various films. He got his major break in playback singing in Zalzala. He also dubbed for Sanjeev Kumar and Anil Kapoor. He sang many famous Bollywood songs including Jumma chumma de de, Ang se ang laga le, Bhangra paale, Oo lal duppate wali, Na na na na na re, and Bade miyan. In 2008, Bhosle was awarded the Mother Teresa Millennium Award in Kolkata for his contribution to Indian Cine Music.

I've Got a...
GOLDEN TICKET
Raja ebong Rosogollar Karkhana
Academy of Arts & Cultural Exchange
Torrance High School Auditorium
2200 W Carson St. Torrance, CA 90501
Sunday October 13, 2019 at 2.30 PM

AACE presents: Raja ebong Rosogollar Karkhana

Directed by Dr. Chameli Panja and Mr. Siddhartha Dattagupta

Sponsored by Mrs. Latika and Dr. Kisholoy Goswami

This Puja, AACE presents "Raja ebong Rosogollar Karkhana" adapted from Roald Dahl's "Charlie and the Chocolate Factory" to showcase our own Bengali traditions and culture! The story centers around a young boy named Raja, from a poor family in Kolkata, who holds an immense love for rosogolla. Although he can't afford the delicacy often, Raja listens to his Grandpa telling stories every night about the greatest sweet maker the world has ever seen, a mysterious Mr. Nabin Chandra Sen, the owner of the Rosogollar Karkhana (factory). One day, the newspaper reveals that Mr. Sen has decided to open up his factory to a select few people and has hidden five Golden Tickets inside his rosogolla cans and sweet boxes, which have been shipped all across the world. The five lucky individuals who find the Golden Tickets will be invited to tour his factory and glimpse into the magical world of Nabin Moyra (sweet maker). To sweeten the deal, the winners will also receive a lifetime supply of rosogolla. This opportunity was the chance to make poor Raja's countless dreams of rosogolla come true! During the tour, Mr. Sen announces to the five Golden Ticket winners that the first one to find his secret recipe for his most prized sweet, the "sponge rosogolla", will receive a special prize at the end of the tour. He gives out clues about the ingredients of the recipe in each room of his factory and only those who can uncover the ingredients can move on to the next room. Raja, one of the lucky Golden Ticket winners, spends his day in the wondrous Rosogollar Karkhana and competes for the mysterious award with four other children. As the tour moves through the factory and each clue is revealed, one by one, the children are eliminated from the competition, leaving one child to uncover the secret recipe in the final recipe room and receive the prize. Please join Raja and the four Golden Ticket winners on a mesmerizing joyride through the wonders of Nabin Moyra and discover who wins the grand award at the end. Experience our Bengali-American culture of imagination, mishti, and mischief with the 45 AACE kids who have worked so hard to make this show possible.

DAKSHINI HIGH SCHOOL GRADUATE SCHOLARSHIP

As in the past, several of Dakshini family's esteemed members have continued to support the younger generation of our extended family towards their educational goals. During the summer of 2018, the following scholarships were awarded to our deserving youth:

Late Commander Sabyasachi & Latika Chatterjee Awards
Sponsors: Dr. Purnima Thakran & Mr. Khalid Khan

Awardees:

Ms. Ayushi Banerjee, intending to major in Psychobiology at UCLA

Ms. Shampa Dutta, intending to major in Psychology at El Camino College

Mr. Siddharth Gupta, intending to major in Environmental Sciences at US Santa Cruz

Prabhashini & Radhaballav Science Awards
Sponsors: Mrs. Latika Goswami & Dr. Kisholoy Goswami

Awardees:

Ms. Alejandra Khan, intending to major in Biological Sciences at UC Irvine.

Mr. Sagnik Chakraborty, intending to major in Aerospace Engineering at UCLA.

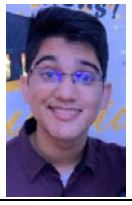

Mr. Rajiv Bhattacharya, intending to major in Mechanical Engineering at UC Santa Barbara.

Dakshini feels privileged to facilitate these awards from our generous sponsors to our talented youth. We have seen these young women and men grow up over the years, and are proud at their achievements and promise. A few snippets of awardees' sentiments are presented below:

- "Going to Dakshini puja was always exciting and allowed me to connect to my Bengali heritage. The live music by Bengali bands was something I couldn't experience anywhere else living in the US. To this day I listen to Bhoomi, a band I was introduced to through Dakshini."
- "I would continue to participate in Dakshini's cultural events like I always have, because I know how important it is in order to stay connected to one's cultural roots. It's not just about the events: it's about who we share these events with, and the Dakshini community acts as an extended family for everyone involved." (continued on Page 17)

DAKSHINI YOUTH PANEL

Dakshini Youth Panel

VOICES OF THE NEXT GEN:
GROWING UP INDIAN AMERICAN

Panelist
ARNAB BANERJEE

Managing Attorney at Banner Law Group
University of Southern California Gould School of Law
University of California, Irvine

Panelist
AROHI SHARMA

Environmental Policy Advocate, Natural Resources Defense Council
Masters: Harvard University
Undergrad: University of California, San Diego

Panelist
BROTI GUPTA

Screenwriter
Undergrad: Wellesley College

Panelist
DEBESH DAS

Manager of Infection Prevention and Hospital Epidemiology, Providence Saint John's Health Center
Masters: Loma Linda University
MD: Ross University School of Medicine
Undergrad: University of California, Irvine

Panelist
PALLABI MITRA CHAKRABARTI

Program Manager, US Department of Energy - Office of Radiological Security
Masters: London School of Ecnomics and Political Sciences
Undergrad: Cornell University

Panelist
DR. TURJA CHAKRABARTI

Senior Resident Physician, Johns Hopkins Department of Internal Medicine
MD: Eastern Virigina Medical School
Masters: Physiology and Biophysics
Undergrad: University of Pennsylvania

Moderator
ARIN GHOSH

Digital Marketing Consultant
Masters: Johns Hopkins
Undergrad: University of Southern California

Advisor
SHUBHAROOP GHOSH

Vice President, ImageCat
Masters: University of Southern California
Undergrad: Jadavpur University

Coordinator
SAMPURNA DUBE

Business Consultant
Masters: California Institute of Advanced Management
Undergrad: University of California, Riverside

TORRANCE HIGH
2:30PM SAT OCT 12

List of Sponsors and Members

GRAND SPONSOR
Latika & Dr. Kisholoy Goswami
Poly & Rupak Chatterjee

PLATINUM PLUS SPONSORS	
Sunanda & Dr Kali Pradip Chaudhuri	Arati & Dr Malay Das
Jayeeta & Prabir Ghosh	Padmaparna Haldar & Arnab Chatterjee
	Sangita & Dr. Sarnath Chattaraj

PLATINUM SPONSORS	
Uma & Avadesh Agarwal	Tara & Milan Chakraborty
Maitreyee & Somprakash Majumder	Shima & Satish Joshi
Dr. Purnima Thakran & Khalid Khan	Malini & Subir Chowdhury
Keka & Sibabrata Ray	

DIAMOND SPONSORS	
Chameli Panja & Siddhartha Biswas	Pratisruti & Avijit Bhunia
Debapriya & Notonesh Bhattacharya	Reshmi & Pushkar Ghosh Choudhuri
Indrani & Dipak Sinha Hakim	Ritu & Dr Arunabh Bhattacharya
Indrani & Deepak Chaterjee	Ruby & Soumya Mitra
Jayesha & Sukrit Mukherjee	Rupasree & Anup Goswami
Kamales Som	Rupasree & Ranajit Das
Nita & Anupam Sukul	

GOLD SPONSORS		
Aditi & Gopi Meenakshisundaram	Dr Soma & Dr. Asit Shil	Ranu & Sajal Debnath
Aditi & Sumon Sengupta	Dr. Rini Ghosh	Riddhi & Abir Chakraborty
Ananya & Siddhartha Dattagupta	Indrani & Daipayan Sen	Shawli & Sourav Roy
Ananya Sen & Jayanta Purakayastha	Kalpana Chakroborty	Somali & Suman Saha
	Kavita & Manish Jha	Sonali Chakraborty & Kaushik Sarkar
Arpita & Sanjib Mukherjee	Madhumita & Dipankar Basu	
Arundhuti & Abhisek Ghosal	Malini & Tirthendra Sanyal	Sonali & Suman Saha
Asita & Madan Mukhopadhay	Mohua & Subhendu Roy	Sourabhi Sen & Timothy Austin
Basanti & Sudip Purokayastha	Nibedita & Suman Laha	Suchismita & Soumen Ghosh
Bhaswati & Sanjoy Moulik	Pami & Sucharit Sarkar	Sulata & Amarendra Banerjee
Biswarupa & Ajoy Dube	Popy & Soumitra Banerjee	Sumona Mohanto
Chaitali & Ranajit &Mukhopadhay	Pratima & Dr. Ranen Dutta	Suparna & Avijit Bhattacharya
Chitralekha & Pratapaditya Pal	Rajasri & Suman Chakraborty	Suprabha & Kaushik Biswas
Chumki & Sandip De Sarkar		Swapna & Bidhan Ray
		Sweta & Shubhoroop Ghosh

SILVER SPONSORS		
Abira & Mithun Mukherjee	Mohua & Anupam Biswas (Reni Biswas)	Saradwata Sarkar
Ajanta & Jagadish	Pampa & Avijit Mitra	Saswati & Dhruba Bhattacharya
Amitava & Pompy Banerjee	Papia & Biswajoy Basak	Shamik Bhadra
Hiromi Kobayashi & Amritendu Maji	Paromita & Saradindu Dolui	Sharmila Dasgupta
Anamika Ray & Salil Pradhan	Payel & Dipankar Biswas	Soma & Anindya Mukherjee
Anjali & Tapas Bagchi	Poulomi Roy & Sayandeb Ghosh	Soma & Parvez Howladar
Archana & Prabir Dutta	Pranab Ghosh	Soma & Siddhartha Saha
Arpita Chakroborty & Anirban Roy	Pratima & Kamalendu Ganguly	Somdatta & Pranab Mishra
Auntora Ghosh & Sujoy Kar	Pratima & Robin Poddar	Sonali Acharya & Soumik Sengupta
Barna & Pranjit Saha	Purbita & Nirmalya Sengupta	Soumita Neogi & Paulam Basu
Debjani & Rajiv Bhowal	Pushpita & Swagata Ghosh	Sreerupa & Subrata Sabui
Deepa & Benoy Choudhury	Rajasree & Ranjeet Ganguly	Subrato Das
Esa & Angshuman Das	Reba & Aditya Palit	Subrato Ghosh
Gargi & Avijit Choudhury	Rita & Susanta Dutta	Sumana & Priyodarshi Majumdar
Jayasree & Chittaranjan Das	Rupa & Sumit Das	Sweta & Malay Chatterji
Kajari & Amit Ghatak	Sampurna Dube	Tapasree & Manish Duttaray
Kanika Paul & Rajiv Purokayastha	Sanhita & Souvik Basu	Tuhinkana & Sankar Das
Mitali & Sukanta Dutta	Sanjib Ghosh	Uttara & Kousik Chattopadhay
Mitra & Kallol Chattopadhyay	Sara & Prithwish Gupta	Nelema Bhowmick & Debojit Roy
Asit & Karabi Dube		

As of 9/29/2019. Please visit dakshini.org for an updated list

---

Dakshini High School Graduate Scholarship awardees' sentiments (continued from Page 14)

- Seeing other kids my age allowed me to connect to new people who shared a cultural bond and that experience has ultimately led to many new lasting friendships for me. I do not see the award as a reward for solely being a part of the community, but rather as motivation for me to continue a cycle of giving back and encouraging strong communal values.
- The friends I met became my brothers and sisters as we performed various plays that were derived from tales that are held very close to the heart of the Bengali community. These plays slowly became the highlight of each year while I was growing up - they brought me closer to my culture and my friends - and I have Dakshini to thank for it. I knew that no matter what event I was attending, I would always have a friend to spend the event with and that I was never alone. The Dakshini Events and the community itself will always be a part of who I am, no matter how far I am from Southern California.
- Being part of the Dakshini community brought me closer to my culture and people that I could always rely on. I have made lifelong friends while coming to Dakshini. Dakshini has been a part of my life for so long and it always will be

Prose Garden

M E M B E R C O N T R I B U T I O N S

Camping!!

Sanjit Purkayastha, 7

Hello everyone! I'm Sanjit Purkayastha. I'm going to discuss about my wonderful experience during camping. Camping is a great way to enjoy nature. We stay in the jungle & sleep inside the tent. We go for hiking during the day & at night we enjoy staring at the beautiful sky filled with stars. I love camping mostly because I can roast marshmallows & enjoy them with crackers. I love to help my dad set up the tent and also love to help my mom cut the fruits & veggies.

My first camping was at Yosemite National Park with my family. We reached there in the afternoon and put up the tent in the meadows. It was a very beautiful place surrounded by huge trees and dense Jungle. We could even hear the sound of bears during night-time. During the day, I enjoyed hiking in the meadows & having picnic near the lakes. At night, I enjoyed sitting near the campfire & roasting marshmallows.

This year we went for camping three times. I loved Acton KOA the most, because we went there with my friends & their families. We were playing with kites, water balloons, painting, searching for different types of bugs and playing many other games. At nighttime, the sky was filled up with stars & we were searching for all the different types of constellations. It was a fun time spent during my Spring break and Summer vacation. I would love to go for camping again and again every year.

My Summer Vacation

Anusha Ghosal, 8

This summer was special as my grandparents were visiting. We waited for long and finally the day came when we went to LAX airport to pick up my grandparents. The next day I had school. I did not want to go but it was the last day at school, so I also did not want to miss it. In the summer we planned lots of fun together. First we went to Julian with friends. My mom made some sandwiches to take and share with everyone. After having lunch we walked around the city and then took a tour to a gold mine. The person who gave the tour said if we find any gold we can keep it. He was also very funny. Our family found lots of gold. My parents said they are fake but we did not believe them. We even found a giant rock of gold, but it was too big to take so we didn't. We also had some apple pie from a very famous local store.

A big surprise was waiting for us in the summer. My parents planned for a cruise tour to Mexico from Long Beach Cruise Terminal. The cruise ship was so big! There was a sauna, gym, hot tub, pool, candy shop, many dining rooms, beautiful rooms, an extra folding bed, two clear elevators, art hall, water slide, mini golf, jogging track and what not! We had a party before the ship sailed away. The next day we arrived at Catalina Island. The ship could not dock because of the shallow water. So it got us in a water shuttle to get to the island. We would have gone snorkeling, but we didn't because it was two hours and we did not have time. We wanted to try

other fun things also. So we rented a golf cart and rode around town, it was a beautiful sight. After we saw a floater on the ocean, so me and my dad swam to it and played in the ocean. There, he asked another adult how deep the ocean was and the other adult said it was 15 feet then he asked the other adult how deep it was near the ship and he said it was more than 200 feet. We swam back to shore and went to the Salt Water Rinse. Then we had a Semi Submarine. There were so many fish that it became dark. After, we caught a water shuttle and went back to the ship. The next day we arrived at Mexico Ensenada and bought a flute, went on the Ensenada Topless Bus Express. There I heard the lady say that she hated her job. When the bus took us to downtown, we got off and ate some tacos, went to a few shops, bought some things. Then we went back to the bus express, which took us back. After we got back to the ship, we went straight to our room to get changed. We then got on an elevator once more and reached the water park. Before I knew it, we were there for 3 whole hours! We spent the rest of the day and the next day just like that. So that's how I spent my summer!

Few days with a famous person

Aviraj Ghosh, 9

If I could spend a few days with a famous person I would choose Daniel Radcliffe, because he plays Harry Potter in the Harry Potter movies like Sorcerer's Stone! I enjoy reading Harry Potter books a lot. I will take him with me to Scotland and visit Princes Street Gardens. When I went there the last time it looked very cool. Next, I will go to Ivy On The Square which is a great place to eat Scottish food! I would order mushy peas with fish and chips. In Scotland they call it chips, but we call it fries. Then, I will find a place to play on my Xbox with Daniel and we would play Minecraft together. We will play survival games duos. After that, we will have dessert and go to bed. The next day, we will go on the Highlands tour to see the Kelpies and the Loch Ness Lake. Kelpies are dangerous creatures and they can take the form of a horse. The Loch Ness Lake is pretty, and we would spend time trying to find Nessie- the Loch Ness monster. On our way back we will see lots of Highland cows which the Scots call "Coo!"

I will then go with Daniel to London to see his hometown. We will look around London and see the various locations where Harry Potter movie scenes where shot! We will go to see the Tower of London. We will see the crown jewels which are very fascinating! Then, him and I will go to eat at an Indian restaurant called Dishoom in the Covent Garden area. Then we will go back to our hotel and go to bed after a very long day! The next morning, we will go downstairs for our breakfast and I will leave to come back to Los Angeles. After a long and bumpy flight, and barely any sleep, I will be back home. I hope this dream of mine to spend a few days with Daniel becomes reality one day, I keep thinking to myself smiling!

Donate to a Good Cause

Toree Roy, 10

Hello, my name is Toree. My dream is to stand with kids around the world who don't have an education or a family and help them. My friends and I are very fortunate to go to good schools. We have so many toys and lots of other things that many kids don't have. I thought I can do a little something to stand beside those kids, so I started making bags. Fabric bags that I would paint and then sell at community events. Like in this case Durga Puja. A big event where friends and family come to celebrate the culture. Most of the time, they like to support young entrepreneurs that try to help the world around us. And that is a great way to start my project with people I know. So while raising money for kids, I'm also making sure not to use plastic that pollute the area around me.

Here is how it really started. When my family and I were visiting Kolkata, India, I saw so many kids that didn't have parents or didn't go to school. They also didn't have food to eat. I wanted to do something to help the kids. I thought about making bags that we need to use everyday. As I love painting, I thought to paint the bags as that would make those even brighter and prettier.

I believe that every child deserves an education with which they can overcome poverty. The future needs devices and doctors to keep people healthy and more technology to prevent national emergencies. When kids get an education, they can learn to do these things and be an asset for the nation. So at my 10th birthday party I launched the "Generosity Bags". Now when you are buying Generosity bags you are helping the world to be a better place by recycling and donating. When you are at Dakshini pujo look for my stall in the pujo area.

My Mom: My Hero!

Shekhor Bhattacharya, 10

There are many heroes around us that we interact with in our daily lives. For me a hero is one who takes care of other people, makes them feel safe, and helps people in need.

Some of the heroes I look upto are firefighters, doctors, soldiers, and teachers. Firefighters and doctors save lives. Soldiers protect us from enemies, and teachers educate us. Although there are so many heroes I could have written about, but I consider my Mamma to be the most important hero in my life.

My Mamma is a Chemistry teacher. She loves her job and her students love her. At home, she takes care of my Daddy and I. She makes us nutritious food. She takes care of us when we fall sick. She makes me feel safe and happy when I'm around her. No matter what problem I come to her with, she always finds a way to solve that problem. She teaches me to help others whenever possible. She encourages me to do well in school, Taekwondo, Sitar, and swimming. She teaches me to learn from my past mistakes and never give up. Above all, she loves me unconditionally and teaches me to love others unconditionally. It is truly said that God couldn't be with all His children so He made mothers.

Artist Statement:
Heroes inspire us to be helpful, selfless and make us feel safe. I am very lucky to live with a hero at home. The most important hero in my life is none other than my mother herself!

A Special Day !!!!

Ipsita Saha, 10

One day a little girl named Maggie was sitting in her family farm on her 10th birthday, enjoying the sunny day. They were not very rich but had a comfortable life. They did not have lot of electronic and video games, but she loved playing with her big brother in the fields. At that very moment her brother John interrupted her peaceful moment, "Hurry Maggie! Mom and Dad have a surprise for you! Get ready! Don't look at me like that. I won't prank you on your birthday." Maggie was not sure of John but still replied back "Fine, I will believe you for once." John smiled "Well get ready soon, birthday girl, or I will have to pull tricks on you again."

So, Maggie went to get ready eyeing her brother suspiciously. When she got downstairs after getting ready, she saw her dad waiting for her and they both walked to their old car. Both her brother and mother were waiting for them in the car. They drove all the way to a place where there were tall buildings, busy streets, many houses and people. "Where are we going?" asked Maggie, excited to be in such an amazing place. She has never been to big city earlier. "Well, I saw you studying John's book about fossils the other day, so I thought you might like to go to the famous 'Natural History Museum' to look at some actual fossils," her dad replied.

It was the best day in her life. She loved looking at fossils of these amazing creatures and it filled her mind with all kinds of questions about them. You might be thinking why I am writing about Maggie. Well this is my story, Maggie a paleontologist. I think that it was the turning point in my life and inspired me to become a paleontologist, even though before that day I have never heard of it. I truly believe that a kid can be anything he or she wants. If they try, they can reach the stars. Then the sky will no longer be the limit for them.

Backpacking in Stanislaus National Forest

Proma Majumdar, 12

In March, 2019, our mission was to introduce another family to backpacking. My dad searched for a short hike with awesome scenery. My dad searched a lot and found the great Blue Lake in the eastern Sierras; only 2.5 miles one-way to a beautiful alpine lake. However, with the amount of precipitation this year, the place was completely snowed in; not a trail for first time backpackers. So then my dad went back to the maps, looked at elevations, and called many Ranger District offices. Finally, he found one with no snow - Relief Reservoir (8 miles roundtrip, going from 6,500 ft to 7,600 ft) in Emigrant Wilderness of the Stanislaus National Forest (just outside of Yosemite NP). Even though we didn't know until the last moment where we were going, we were still pretty much packed. Our snacks on the trail were fruits that we dehydrated at home, and crackers & hummus. Lunch was bagel and cheese sandwich, dinner was bhaat, daal and rajma (all cooked Bangali style and dehydrated at home), and breakfast was Masala Maggi. Cooking on the trail is so amazing!! All the food that we eat on the trail is really good. It's one of the best parts of backpacking.

We left Friday afternoon and stopped at a rest area near Visalia to meet up with Rim Didi and family to have dinner - aloo porota, rooti, phool kopir torkari and chholaar daal. Yummy. Then we drove on to Sonora. We reached so late that we crashed into our beds immediately. 😊

Next morning we picked up our permit from the US Forest Service's Summit Ranger Station and drove to the Kennedy Meadows trailhead. It was time to start hiking now (finally)! We were excited to see what awaited us.

About every 30 minutes, we stopped, drank water, ate snacks, took in the view, and repeated. At one point, we stopped at a beautiful waterfall of Kennedy Creek coming down into Summit Creek to form the Middle Fork Stanislaus River. There were many waterfalls on this hike. In warm and dry California, we hadn't seen water in so long. These waterfalls were a beautiful way to break that dry spell. It was almost 1 pm, we were hungry, and were still unsure how much further to the lake. My dad was flying ahead to try to find a good spot for a break. And, wow, did he find the perfect spot – next to a beautiful creek and under a big tree with enough shade for all eight of us. What an ambiance for our lunch room!

By now we had walked about 2 ½ miles and this trail definitely had some of the nicest views I've ever seen backpacking. After lunch, there was a creek crossing which led the top of a hill. But, then, the trail vanished! So Dada and Baba went to scout out the area to find the trail ahead. After 5 minutes, Dada came back and told us that Baba was going further to check everything out. About 5 to 10 minutes after that, Baba comes back, with news: destination is very close. Yayyy!

"Just up this hill! Once you reach, your jaws will D-R-O-P," said Baba.

"Just a few more steps," we all said as we panted up the hill (im)patiently waiting for the view to come upon us. And so it did.

"Holy … moly…" was my reaction… the view was out of this world. Of all my treks, I had seen nothing as unbelievable as this. From the turquoise color of the lake to the snow-covered mountains surrounding this place, to the granite rocks around us, it was O-H W-O-W. My dad even found the perfect camping spot for us with the best view ever – a rocky throne high above the lake. It had the view of the entire lake and the surrounding mountains, too. Time to take all this in!!

We then set up our tents, and went to a nearby creek to get water for drinking and cooking. The water at this time was *freezing* cold because it was coming directly from snowmelt. We filled up our jerrycan, put iodine tablets to filter, and took out our stoves and canisters to make rajma, daal and bhaat!! So cool to have dinner with family and friends at this amazing dining room with a view. After dinner, a surprise dessert. First time for us in a backpacking trip. *Drum roll please*!! Marshmallows!!! We gathered sticks and pine needles, made an awesome campfire, and had a competition of who roasted the best marshmallows!

After dessert, it was time for songs. Padmaparna Mashi welcomed the sunset beautifully with Surya dobar pala originally sung by Hemanta Mukherjee. We then sang folk song of Abbasuddin Ahmed (tora kay kay jabi lo jol antey), Manna Dey's Coffee House er sei adda ta, songs from Aladdin, and a special treat – Paul Simon and Art Garfunkel's Sound of Silence, followed by its Bangla version by Mashi and Arnab Mesho. Our concert ended under a starry sky around 9:30 pm. At almost 8,000 ft height, it was getting cold, so we then jumped into our warm and cozy sleeping bags in the tent.

We woke up early to cook Maggi, pack up, and clean up our camping site. My dad says we have to follow Leave No Trace philosophy. I like the saying – in the wilderness, take nothing but photographs and leave nothing but footsteps. Breakfast of steaming hot Maggi tasted sooooo good. On the way back, we made it down to the trailhead in about 2 hours. We then split ways because Rim Didi's family had to get back to REI Arcadia before they closed. So we said goodbye, and then the four of us did our after-the-hike tradition: eating a big breakfast in town. Backpacking with family and friends was so much fun. I hope we get to do this with more families. Anybody interested?

Be Careful What You Wish For

Aisheek Ghosh, 13

"I hope we get to have an adventure! Wouldn't that be cool?!" Tapesh told Feluda. Jatayu smiled, internally agreeing with Tapesh. "Are you sure?" asked Feluda. "We came on vacation to take a break from that". Upon boarding the plane, Tapesh asked where the trio was heading to. "It's a secret", Jatayu said.

Tapesh read the sign "Welcome to Los Angeles", ready to take a sightseeing vacation. Locating the bookstore at the airport, Jatayu went to the mystery section to find with delight his book 'Sahara-ey Shiharan' put on premium display.

After enjoying a full day of sightseeing and tourism, they went to their hotel room meeting a unique character. In room 1965, they met a boy about 12 years old. He was freestyling with a soccer ball in the hall. He froze when he saw them and then walked up to them. "Hi… my name is Raja, what's your name?" "My name is Tapesh. This is Feluda and that's Jatayu. We saw what you were doing… its really cool." "Thank you! I've heard about you. Aren't you the famous detectives from India? What room are you staying in?" "We are staying in 1971 and 1973." Jatayu said with a smile on his face. "Cool. See you later!"

Jatayu screamed from his room – Dacoit… Dacoits…The trio quickly met up in his bedroom. After inspecting the messy room Feluda said, "Lalmohan babu, nothing has been robbed." "Really! But the room is abysmal unlike how it was before I went to take a shower. There is a note, addressed to me". The note says, "Be Careful What You Wish For, Feludar Goyendagiri + Sonar Kella, Jatayu"

After enjoying a day around LA they stopped at a local pizza place to eat, their minds solely focused on the note. There was another tall man, most likely Indian, dressed in all green with a green phone case, writing something on a napkin. Tapesh immediately noticed him and asked himself if the other man was slightly sinister. The trio ordered their food. When Tapesh looked to see if the other man was there, all he saw was a blue phone case with a picture of the Hope Diamond used as paper weight for the napkin which said, "Be Careful What You Wish For." Tapesh picked it up and brought it up to the trio.

The next day a weird incident occurred in their hotel, someone was robbed. A businessman with a thick beard and moustache and a turban, about aged 40, lost something precious, found a note, freaked out and called the hotel security. The security said that without a detective they could not get to the bottom of the case. Upon asking the hotel manager if there was any detective among the guests staying, the hotel manager replied that there was one in room 1971 and his name is Pradosh C. Mitter. He is known for not asking too many questions but still get to the bottom of it. Reluctantly, he visited their room, knowing that there was no other option. Knocking on the door, someone about 15 answered the door, asking the man who and what they want. The man replied, "I want a Pradosh C Mitter." The boy replied calmly, "come

in". When the man told Feluda his story, Feluda asked a single question, "Is your favorite color blue?" "Yes, it is. How did you know?" "Just a lucky guess! Well that's it for today. I will have what you lost soon".

Tapesh asked Feluda, why he asked if the man's favorite color was blue. Feluda replied, "You remember the man with a green phone case. He left the blue phone case there for us". Jatayu asked, why he would do that? Feluda smiled, and said, I don't know Lalmohan babu, I really don't know.

Going to one of the main attractions of LA, the Map of India, inside the Museum of Maps, Feluda realized that one of the panels was loose. After telling Tapesh and Jatayu about the incident and listening to a multitude of Jatayu's theories, Feluda concluded that the panel was part of the investigation. On their way back to the hotel room, Feluda thought of the two notes. One saying something related to Jatayu and another for Tapesh.

Back at the hotel room, Feluda noticed nothing disturbed but a single note taped to the window. It simply said, "Royal Bengal Rahasya". Analyzing the three notes, Feluda realized something. This note was addressed to him - the whole investigation hinged quite literally on a loose panel. Going back to the man's room, he noted that the room number was 1990. After consulting everyone, he realized that the trio needed to go back to the Map of India, right away.

Once back there Feluda instructed Jatayu and Tapesh to speak something out loud. The last note was addressed to him. At exactly 10.30 pm, Jatayu said out loud, "Feludar Goyendagiri. Sonar Kella". Feluda said out loud, "Royal Bengal Rahasya". Finally, Tapesh said, "Joy Baba Felunath". The loose panel opened and a key was asked. Out loud, Feluda said, "Be Careful What You Wish For". Somewhere an electronic voice said, "Access Granted", and opened up a staircase to the panel.

After walking through and down a ladder that was inside, the trio noticed a gem in the middle of many security lasers. With no clue how to go past the security laser, Feluda was frantically looking for ways to figure out how to break the security laser. Suddenly he found another note on the wall, "Ghurghitiyar Ghatonar ki". Feluda's face looked tensed for a few minutes. Then he suddenly said: "tri noyon o tri noyon ektu jiro - 39039820". The lasers stopped, revealing a pathway to the gem. After picking it up and examining it, Feluda cried out loud, "This is the Hope diamond! Everything makes sense."

Feluda told Tapesh and Jatayu how he solved this mystery. "You see, the person in the pizza shop wasn't a bad person. He nudged us in the right direction to find that the precious item lost by the businessman was the Hope diamond. If you want even more proof, the case that he left behind was the crook's favorite color, Blue, and had a picture of his precious jewel, the Hope diamond. That is why the businessman did not call the police, they would have asked too many questions!"

Back in the hotel, Feluda made a few phone calls, confirming a burglary that happened in the British Museum – The Hope Diamond was stolen from the exhibit hall. The businessman, indeed was Maganlal Meghraj in disguise, who had a history of villainous heists that were foiled by those in India. Maganlal had used his international intelligence in stealing from highly secured British Museum. Feluda called LAPD.

As the mystery cleared up, Tapesh asked Feluda who the man wearing all green was. Feluda did not know, and suspected no one would ever know. When Tapesh told Raja all about these incidents while they were supposed to be vacationing in LA, he gave him the important task to write about this story. What even Tapesh did not know was that Raja's real name was Aisheek. Aisheek Ghosh.

Somewhere on an airplane heading to New York, the man in green smiled. He knew the culprit had been caught, and was sent to jail. "Mr. Ray, what type of juice, if any, would you like?" "I would like some orange juice, please. Also, call me Satyajit. Satyajit Ray."

24 Hours in Edinburgh: A Traveler's Guide

Arjun Ghosh, 13

Breakfast at the Hotel. When you wake up and wonder what to eat for breakfast, I would recommend eating a filling breakfast at your hotel. Normally they will serve eggs, bread, hash browns, fruits and a Scottish favorite trio of **haggis, nips and tatties** (turnips and potatoes). Haggis is a savory pudding of Scotland, composed of the liver, heart, and lungs of a sheep minced and mixed with beef and oatmeal and seasoned with onion and spices. Another traditional English dish that I suggest you try it is called **baked beans**. They are hot, savory beans smothered in a delicious sauce.

First Stop- Edinburgh Castle. Make sure you have your tickets before you go to the Edinburgh Castle so that you can enter the castle grounds. You can buy tickets online and get a printout or buy tickets from the front gate of the castle (this will take some waiting). After you have finished eating breakfast and checking for your tickets, take a bus, cab, or any other convenient transportation down to Princes Street at the city center. From there, go down to the bottom of the hill, on top of which the castle sits, and start to hike up. If you are not big on hiking, you can take a bus to the top. Once you have reached the entrance to the castle show

them your tickets and go inside. This next part is completely up to you. The castle has audio tours that let you go at your own pace and own order. They also have guided tours that aren't that long, and they will just point out areas for you to visit. You could also just wander around and look around yourself without any sort of formal tours. After exploring the castle, you can take a shortcut down the hill. This path cuts to the left of the Royal Mile which is the main thoroughfare of the Old Town of the city of Edinburgh. It will bring you to a part that is very close to the start of Princes Street where you had started.

Lunch time. There are plenty of great places to eat in Edinburgh. You can't go wrong with any of the food choices. If you feel like having **pizza**, there is a pizza place right across from the meeting point for a Harry Potter Tour, a very popular attraction in Edinburgh. So, if you have plans for the Harry Potter Tour in the afternoon, eating at the pizza place for lunch is a good idea! After lunch, you will be right there at the start of the Harry Potter tour. There are a lot of good Indian and Chinese food places. The **Indian** food is very tasty, and the **Chinese** food is very savory. **Omar Khayam** is an Indian place that I would highly recommend. Whatever kind of food you're feeling like having, Edinburgh will pretty much have it.

Harry Potter Tour is a must! After you finish eating lunch, it is time for your Harry Potter tour. You will walk over to the meeting spot for your Harry Potter tour. Your tour guide will show you many historical spots where J.K. Rowling, the author of the Harry Potter series was inspired and many spots where she sat down and wrote her books.

The guide will also show you a few spots that inspired film spots for the Harry Potter movies, for example the street on which the café, The Elephant Café, is located is the inspiration for "Diagon Alley". On the opposite side, diagonal from "Diagon Alley" is a less known street which was the inspiration for "Nocturn Alley". The tour ends at a graveyard where the names on some of the headstones inspired the names of characters in the Harry Potter books. For example, Professor McGonagal, Tom Riddle, and many more. If you are a Harry Potter fan like me, you will enjoy the tour.

Dinner time. After your tour, you will probably be hungry and will look for a place to get some dinner. One place I would highly recommend is the **Ivy on the Square**. It is close to the **Scott Monument,** which is in front of the hill where the Edinburgh Castle sits. It is a modern cafe-style refined restaurant with very good fish and chips. They also have very good garden pea soup. The restaurant is nice with 2-stories of fine decor and artwork. The second story has a

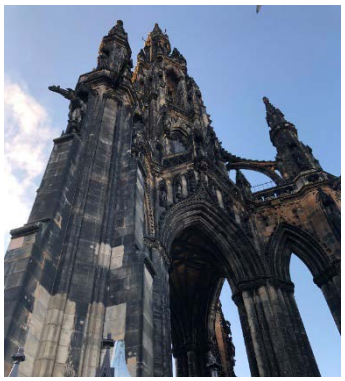

really nice view of the city. They play music and there are lots of people there which add more to the refined dining vibe. I really liked their food and would give them 5 stars. Once you have finished you may get dessert like gelato or ice cream before returning to your hotel.

Seeking truths behind the traditions

Dr. Sukrit Mukherjee

Traditions in Hinduism were considered mainly as superstitions, but with the advent of globalized era and scientific bend of mind for society, it is becoming evident that these traditions are based on some scientific knowledge and moved from generations to generations as part of culture. For ages the common people did not know science in it, but they were following it very faithfully over the years. Let's together attempt to bring forward the science involved in these traditions and rituals...

Lamp lighting or burning Diya: In almost every Indian home a lamp is lit daily before the altar of the Lord. In some houses it is lit twice a day – at dawn and dusk – and in a few it is maintained continuously (Akhanda Deepa). All auspicious functions commence with the lighting of the lamp, which is often maintained right through the occasion. Light symbolizes knowledge, and darkness, ignorance. The Lord is the "Knowledge Principle" (Chaitanya) who is the source, the enlivener and the illuminator of all knowledge. Hence light is worshipped as the Lord himself. Knowledge removes ignorance just as light removes darkness. Also, knowledge is a lasting inner wealth by which all outer achievement can be accomplished. Hence we light the lamp to bow down to knowledge as the greatest of all forms of wealth.

The question that naturally arises is that why not light an electric bulb or florescent light? That too would remove darkness. But the traditional oil lamp has a further spiritual significance. The oil or ghee in the lamp symbolizes our vaasanas or negative tendencies and the wick, the ego. When lit by spiritual knowledge, the vaasanas get slowly exhausted and the ego too finally perishes. The flame of a lamp always burns upwards. Similarly we should acquire such knowledge as to take us towards higher ideals.

Whilst lighting the lamp we thus pray:

Deepajyothi parabrahma
Deepa sarva tamopahaha
Deepena saadhyate saram
Sandhyaa deepo namostute

Which means “I prostrate to the dawn/dusk lamp; whose light is the Knowledge Principle (the Supreme Lord), which removes the darkness of ignorance and by which all can be achieved in life.”

Requirement for a Temple or a Prayer room: Most Indian homes have a prayer room or altar. A lamp is lit and the Lord worshipped each day. Other spiritual practices like japa (repetition of the Lord’s name), meditation, paaraayana (reading of the scriptures), prayers, and devotional singing etc. is also done here. Special worship is done on auspicious occasions like birthdays, anniversaries, festivals and the like. Each member of the family - young or old - communes with and worships the Divine here.

If we try to understand the significance, we see that the Lord is the entire creation. He is therefore the true owner of the house we live in too. The prayer room is the Master room of the house. We are the earthly occupants of His property. This notion rids us of false pride and possessiveness. The ideal attitude to take is to regard the Lord as the true owner of our homes and us as caretakers of His home. But if that is rather difficult, we could at least think of Him as a very welcome guest. Just as we would house an important guest in the best comfort, so too we felicitate the Lord’s presence in our homes by having a prayer room or altar, which is, at all times, kept clean and well-decorated.

Also the Lord is all pervading. To remind us that He resides in our homes with us, we have prayer rooms. Without the grace of the Lord, no task can be successfully or easily accomplished. We invoke His grace by communing with Him in the prayer room each day and on special occasions. Each room in a house is dedicated to a specific function like the bedroom for resting, the drawing room to receive guests, the kitchen for cooking etc. The furniture, decor and the atmosphere of each room are made conducive to the purpose it serves. So too for the purpose of meditation, worship and prayer, we should have a Prayer Room.

Doing Namaste: Indians greet each other with namaste. The two palms are placed together in front of the chest and the head bows whilst saying the word namaste. This greeting is for all people younger than us, of our own age, those older to us, and even for strangers. There are five forms of formal traditional greeting enjoined in the shaastras of which namaskaram is one. This is understood as prostration but it actually refers to paying homage as we do today when we greet each other with a namaste. Namaste could be just a casual or formal greeting, a cultural convention or an act of worship. However there is much more to it than meets the eye.

In Sanskrit, Namaste (namah + te) means - I bow to you - my greetings, salutations or prostration to you. Namaha can also be literally interpreted as "na ma" (not mine). It has a spiritual significance of negating or reducing one’s ego in the presence of another. The real meeting between people is the meeting of their minds. When we greet another, we do so with namaste, which means, "may our minds meet," indicated by the folded palms placed before the chest. The bowing down of the head is a gracious form of extending friendship in love and humility.

The spiritual meaning is even deeper. The life force, the divinity, the Self or the Lord in me is the same in all. Recognizing this oneness with the meeting of the palms, we salute with head bowed to the Divinity in the person we meet. That is why sometimes, we close our eyes as we do namaste to a revered person or the Lord – as if to look within.

Wearing marks (tilak) on the forehead: The tilak or pottu invokes a feeling of sanctity in the wearer and others. It is recognized as a religious mark. Its form and color vary according to one's caste, religious sect or the form of the Lord worshipped. In earlier times, the four castes (based on varna or color) - Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Sudra - applied marks differently. The Brahmin applied a white chandan mark signifying purity, as his profession was of a priestly or academic nature. The Kshatriya applied a red kumkum mark signifying valour as he belonged to warrior races. The Vaishya wore a yellow kesar or turmeric mark signifying prosperity as he was a businessman or trader devoted to creation of wealth. The sudra applied a black bhasma, kasturi or charcoal mark signifying service as he supported the work of the other three divisions. Also Vishnu worshippers apply a chandan tilak of the shape of "U", Shiva worshippers a tripundra of bhasma, Devi worshippers a red dot of kumkum, and so on.

But when we dig deeper, we realize that the tilak covers the spot between the eyebrows, which is the seat of memory and thinking. It is known as the Aajna Chakra in the language of Yoga. The tilak is applied with the prayer - "May I remember the Lord. May this pious feeling pervade all my activities. May I be righteous in my deeds." Even when we temporarily forget this prayerful attitude, the mark on another reminds us of our resolve. The tilak is thus a blessing of the Lord and a protection against wrong tendencies and forces. The entire body emanates energy in the form of electromagnetic waves – the forehead and the subtle spot between the eyebrows especially so. That is why worry generates heat and causes a headache. The tilak and pottu cools the forehead, protects us and prevents energy loss. Sometimes the entire forehead is covered with chandan or bhasma. Using reusable "stick bindis" is not very beneficial, even though it serves the purpose of decoration.

It's high time we need to realize that our forefathers were visionary and intelligent people and tried to find a strong connection between logic and religious tradition. I will feel rewarded if the information helps the reader in achieving their wellbeing both from psychological and religious perspective.

স্মৃতির পাতা থেকে - আমার বাবা- মা

লতিকা দত্ত গোস্বামী

একটা বারান্দায় বাবা বিশ্রাম নিচ্ছেন, আর আমি পাশে বসা, বাবার মুখে একটা গান, 'মাটির ঘরে আজ নেমেছে চাঁদরে, বলি ও চাতকী চোখ মেলে দেখ ... ... ," বাবার সাথে আমার প্রথম স্মৃতি!

বাবা, তিন ভাই আর এক বোনের মধ্যে সবার বড়। তাঁর বাবা অর্থাৎ আমার ঠাকুরদা ছিলেন পিতামাতার একমাত্র সন্তান এবং কয়েক একর জমির মালিক। আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও নিজের পরিবারের জন্য ঠাকুরদার খরচে কার্পণ্য ছিল। কিন্তু গ্রামের গরীব এবং অবহেলিত মানুষকে সাহায্য করা এবং তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর একটা সদিচ্ছা তাঁর ছিল। অনেক সন্ধ্যায় গ্রামের লোকজন একের পর এক এসে তাঁর পরামর্শ নিতেন কি ভাবে পয়সা উপার্জন বাড়ানো যায়। গ্রামের কোন কোন মহোৎসবে, গ্রামবাসীর জন্য খিচুড়ি -খাবার, আমার কৃপণ দাদুর কল্যানেই হতো।

খুব ছোটবেলায় আমাদের বাসস্থান (নারায়ণগঞ্জ শহর) থেকে মাইল তিনেক দূরে একটি গ্রামে, ঠাকুমা -দাদুর বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, মায়ের সাথে। সেখানে আমার মেজো কাকার পরিবারেরও বাস ছিল। আমার খুড়তুতো দিদি শিখা। আমার চাইতে বছর তিনেকের বড়। আমি ওকে দিদি বলে সম্বোধন না করে সবসময় নাম ধরে ডেকেছি। গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার প্রথম রাতেই, শিখা আমাকে একটা বিরাট ঘরে নিয়ে যেত, খুব আগ্রহ ভরে। সেখানে ছিল চোখ ধাঁধানো নানা রকমের চাল আর ডাল, দাদুর ক্ষেতের ফসল। দাদু স্বয়ং আর তাঁর মেজো ছেলের পরিচালনায় অন্য লোকজনকে কাজে লাগিয়ে কয়েক একর জমির দেখাশোনা করতেন। সারা বছরে নিজেদের খাদ্য চাহিদা মিটানো ছাড়াও ফসল বিক্রির অর্থ প্রাপ্তিও ছিল গ্রামের অন্যদের চাইতে অনেক বেশি!

জমির ফসল, উঠোনে স্থল-পদ্ম, নীলকণ্ঠ, আর বেলি ফুলের বাগান; পাশে আম-জামের বাগান; তার কাছ ঘেঁষে নিজেদের পুকুর, সেখানে জাল ফেলে মাছ ধরা; পুকুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে এক সরু পথ, মাইল খানেক দূরে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদীর নিশানায়; সেই সরু পথের গোড়ায় দাঁড়িয়ে লাল ফুলে ভরা বিরাট শিমুল গাছ। সাথে আমার বন্ধু (খুড়তুতো দিদি) শিখা, আর ঠাকুমা। সবকিছু মিলিয়ে এক স্বর্গীয় আনন্দ হতো গ্রামের বাড়িতে পা ফেলে! একবার বাড়ির আঙ্গিনায় স্থলপদ্মের কলি দেখে বলেছিলাম, "আঃ যদি ফোঁটা পদ্মফুল টি হাতে পেতাম!" শিখা ফিস ফিস করে বলেছিল, "ফোঁটা পদ্মফুল দেখতে পাবিনা! তোরা বেশীদিন থাকলে গোলার চালডাল কমে যাবে, তাই কিপটে দাদু চাননা তোরা তিনদিনের বেশি এখানে থাকিস।" শহরে বাবার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা তাই মা'র বেশি দিন গ্রামে থাকার অনীহা। তাতে আবার আমাদের প্রস্থানের ব্যাপারে দাদুর প্রবল সন্মতি, তাই তিন দিন পর ই আমাদের ফিরে আসতে হয়েছিল শহরে, আমাদের বাসস্থানে। শহরে আসার চার দিন পর, এক সকালে আমার বাবা আমার হাতে কলা পাতায় মোড়া একটি পুঁটুলি দিয়ে বললেন, "গ্রামের এক ছেলে দিয়ে গেল, শিখা পাঠিয়েছে তোর জন্য।" পুঁটুলি খুলে দেখি, সুন্দর ভাবে ফোঁটা একটি স্থল-পদ্ম, আধফোঁটা অবস্থায় দেখে এসেছিলাম গ্রামে!

আমার ঠাকুরদা সম্পত্তি নিয়ে এতই বিভোর ছিলেন যে শিক্ষার দিকে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিলনা। নিজের তিন ছেলেকে নিজের অর্থ-কুপে আটকে রাখতে চেয়েছিলেন! আমার বাবা এবং আমার ছোট কাকা'র ছোটবেলা থেকেই

শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দিকে প্রবল ঝোঁক ... ... আমার ঠাকুরদা অসহিষ্ণুতা র সাথে তা লক্ষ্য করে আসছিলেন! তাঁর এই দুই ছেলে এক নাট্য গোষ্ঠী ও তৈরি করেছিলেন। পূজা -পার্বণে নিজ গ্রাম এবং পাশের গ্রামে নাটক মঞ্চায়ন করতেন। গলার গুরু গম্ভীর আওয়াজের জন্য বাবা রাজার পার্ট আর ছোট কাকা করতেন মেয়েদের পার্ট, অনেক সময় রানীর পার্ট। সবই আমার ঠাকুমা, আর আমার মায়ের কাছে শোনা। আস্তে আস্তে দু-ভাই তাঁদের পিতার অপ্রিয় পাত্র হয়ে উঠেন, বিশেষ করে বড় ছেলে অর্থাৎ আমার বাবা। শুধু মেজো ছেলে ছিলেন আমার ঠাকুরদার একমাত্র ভরসা!

আমার বাবা, একটা বিপরীত মুখী পরিবেশে হাইস্কুল পর্যন্ত চালিয়েছিলেন। তারপর কিছুদিন একটা কাপড়ের মিলে অফিসিয়েল কাজকর্ম দিয়ে অর্থ উপার্জন পর্বের শুরু। দাদুর আদেশে কুড়িতে বিবাহ পর্ব সম্পন্ন। কিছুদিন বাবা তাঁর এক বন্ধু সহ ভারতের রাঁচি শহরে রফতানি ব্যাবসা শুরু করে ছিলেন। সেটা তেমন লাভজনক ছিলনা! দাদুর পকেটে পয়সাকড়ির ঝনঝনানি ছিল, কিন্তু তাঁর ছেলের পকেট প্রায় নিঃশব্দ! আমার দাদুর ভাষায়, "আমার জমিজমা দেখভাল করলে অনেক পয়সার মালিক হতে পারত এই নির্বোধ বড় ছেলে।" দাদুর ক্রোধ দিনে দিনে বেড়ে যেতে থাকল! আমার বাবা বেশির ভাগ সময়েই বাড়ির বাইরে থাকার কারনে দাদুর ক্রোধ-নিষ্পত্তি র ঝাঁঝালো বুলি মায়ের উপরই বর্ষিত হতো।

আমার বাবার অর্থ উপার্জন তেমন ছিলনা, কিন্তু নানা ধরনের পুস্তক পাঠে জ্ঞান অর্জনে তা বাধা হয়ে দাড়ায় নি! এভাবেই চলতে থাকল কয়েকবছর। আমার বাবা-মা পর পর দুই কন্যা সন্তানের জনকজননী হলেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে সন্তান হারাও হয়ে গেলেন। নব্য লব্ধ জ্ঞানে বাবা কিছুটা কুসংস্কার মুক্ত। তাবিজ-কবজ আর জল-পরা দিয়ে যে ভবিষ্যতে ছেলেমেয়ে বাঁচিয়ে রাখা যাবেনা তা পরিস্কার বুঝতে পারলেন। প্রয়োজন সুচিকিৎসা, যা একমাত্র শহরেই সম্ভব।

বাবা তাঁর এক বন্ধুর সহায়তায় নিকটবর্তী শহর নারায়ণগঞ্জে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করে, মাকে নিয়ে নুতন ঘর বাধলেন। কিচেন সহ দুরুমের ভাড়া বাড়ি। সেখানে আরও একটি পুত্র সন্তান হারানোর পর, ডাক্তারের চিকিৎসার কৃপায় এক কন্যা সন্তানের জন্ম, অর্থাৎ আমার জন্ম! সেই কন্যা সন্তান যেন অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে না যায়, তার জন্য অনেক সতর্কতা ছিল তাঁদের। শারীরিক ভাবে একটু দুর্বল থাকায় ঘরের কোন কাজ আমাকে স্পর্শ করতে দেওয়া হতোনা, আঁচড় লেগে যদি অক্কা পেয়ে যাই! তবে আমাকে স্বাবলম্বী হতে হবে এ মন্ত্র বাবা আমাকে দিয়ে ছিলেন খুব ছোটবেলা থেকেই। তার জন্য বাবার চেষ্টা আর আমার মায়ের সহযোগিতা ছিল অনেক। আমার জন্মের পরপর আরও তিন ছেলে আর দুই মেয়ের জন্ম।

ঢাকায় রমনার পার্ক, চিড়িয়াখানা, এয়ারপোর্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, সবগুলো প্রসিদ্ধ স্থানে খুব ছোট বয়সেই ঘোরা হয়ে গিয়েছিল, বাবার হাত ধরে! নাটকও দেখেছি ছোটবেলায়! বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনে মানুষের জীবনে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে, এটাই ছিল ঘোরানোর উদ্দেশ্য!

সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারী জাতির গল্প আমাকে সঠিক দিকে প্রভাবিত করবে সে আশায়, ইন্দিরা গান্ধী, বন্দর নায়েকে, সরোজিনী নাইডু আর গোল্ডা মেয়ার এর গল্প অনেক শুনিয়েছেন, আমার বাবা। নারী জাতিকে উজ্জীবিত করে লেখা, কবি নজরুলের 'নারী' আর 'সাম্যবাদ' কবিতা বাবার মুখেই প্রথম শোনা। মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা, আর দুঃসময়ে রবিঠাকুরের কবিতার পরিচয় পাই বাবার মুখেই। ঈশ্বরচন্দ্র এবং রাজা

রাম মোহন রায়ের নারী জাতির জন্য অবদান, আর রামায়নের কাহিনী অনেক ছোট বয়সেই জেনেছি বাবার কাছ থেকে।

কারোর বিয়ে নিয়ে আলোচনা যেন না হয়, বাবার নির্দেশ ছিল, আমার মায়ের উপর। বাবার ধারনা ছিল এতে করে ছেলেমেয়েরা বিয়ে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করবে, পড়াশোনা করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা গোল্লায় যাবে। আমার মা, বাবার নির্দেশ মেনে চলতেন।

আমরা যে এলাকায় থাকতাম সেখানে আড্ডা দেওয়ার মত বন্ধু ছিলনা। যারা ছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল শ্বশুরবাড়ি আর আমার উদ্দেশ্য নিজের পায়ে দাঁড়ানো! তাই ছুটির দিনে কলেজের বন্ধুদের বাড়িতে চলে যেতাম আড্ডা দিতে। আমাদের স্বল্প আয়ে প্রতিদিন রিক্সা ভাড়া দেওয়া একটা বিরাট ব্যাপার কিন্তু বাবা- মা কোনদিন বাধা দেন নি। বাবা সবসময়ই উৎসাহ যোগাতেন বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো। প্রচুর স্বাধীনতা পেয়েছি। বন্ধুরা একসাথে মুভি দেখেছি, রেস্তোরায় খেয়েছি। আমাদের বেড়ে ওঠার সময়ে, বিশেষ করে অপ্রগতিশীল এক এলাকায় এত সুবিধা ভোগ করা, অনেক ভাগ্যের ব্যাপার! বাবা, মাকে বলতেন, "ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতা পেলে দায়িত্বশীল হবে!"

আমার জীবনের শুরুতে বাবার উপার্জনে আমাদের খাওয়া পরা কোনোরকমে চলে যেত। দুর্গা পূজায় সবার নুতন জামা কাপড়ও থাকতো, শুধু আমাদের জন্য নয়, গ্রাম থেকে পূজায় বেড়াতে আসা আমার ঠাকুমা, দাদু এবং শিখা (খুড়তুতো দিদি) র জন্যও। তবে বাসস্থান বলতে কিচেন সহ খুবই ছোট দুটি রুম। আমাদের পড়াশুনা নিয়ে বাবা এত ব্যাস্ত ছিলেন যে অন্য কোন ভাবে নিজের উপার্জন বাড়ানোর সময় বা মন কোনটাই ছিলনা। সেই ছোট্ট নীড়ে আমাদের আনন্দ ছিল প্রচুর! সবাই মিলে গল্প। বাবার অনুপ্রেরণায় আমি তখন স্বপ্নের জাল বুনতে শিখেছিলাম! যা কিছু সুন্দর দেখেছি, বা ভাল লেগেছে, যা পেতে চেয়েছি, তা'র বেশির ভাগই সেসময় আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। কিন্তু আমার স্বপ্নরাজ্যে কোনকিছুই আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিলনা!

আমাদের জীবন যাত্রা যত সাধারণই হোক না কেন,পড়াশোনার জন্য যে কোন বই, কাগজপত্রে আমাদের কোন অভাব ছিলনা। একবার আমার পঞ্চম শ্রেণিতে একটা বই চালু করা হল, "কত অজানারে"। সাধারন জ্ঞানের বই। স্থানীয় লাইব্রেরীতে এ বইয়ের সঙ্কট থাকায় দূরবর্তী রাজশাহী থেকে পোস্টাল সার্ভিস এ বাবা সেই বই আনিয়ে দিলেন! আমি তখন মহামূল্যবান এক জিনিষের মালিক যা আমার অনেক স্কুল বন্ধুদের ছিলনা! সে এক আনন্দের মুহূর্ত!

তারপর ১৯৬৪ সালে রায়ট। সবকিছু বদলে গেল।

পৌষ সংক্রান্তির পরের দিন। দাদুর গোলার চালডাল সব লুটপাট হয়ে গেল। আমাদের গ্রামের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেলো! খবর পেয়ে বাবা নিজে গিয়ে আমার ঠাকুমা, খুড়িমা, শিখা আর ওর ছোট দুই বোনকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। তখন বেলা প্রায় একটা। সেটা ছিল রোমহর্ষক, সে কাহিনী অন্য পাতায় হবে! আমাদের ভাড়া-বাড়িতে তখন প্রায় গোটা গ্রামের লোক ছিন্নমূল হয়ে স্থান নিয়েছে! আমার মামা- মামী রায়টে সর্বহারা হয়ে আমাদের কাছে আশ্রিত! কয়েকদিন পর, দাদুর পরিবার ছাড়া বাকী সবাই সাময়িক ভাবে অন্যত্র স্থান করে

নিয়েছিলেন এবং ২/৩ মাসের মধ্যেই ইমিগ্রেসন নিয়ে স্বদেশ ছেড়ে ভারতে চলে গিয়েছিলেন! আমার দাদুর পরিবার, মেজো কাকার পরিবার এবং আমাদের পরিবার, সবাই ভারতের ইমিগ্রেশন হাতে পেয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। কিন্তু হঠাৎ করে আমার বাবা মত পরিবর্তন করে বললেন, "এখন ভারতে যাওয়া হবেনা। নুতন জায়গাতে যদি প্রতিষ্ঠিত না হতে পারি তাহলে আমার মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে। সে আর স্বাবলম্বী হতে পারবেনা!" বাবার অনড় সংকল্পের কাছে হার মেনে আমার ঠাকুরদা আর মেজো কাকার পরিবার আমাদের ছেড়েই ভারতে পাড়ি জমালেন! শুধু আমাদের পরিবার রয়ে গেল পূর্ববঙ্গে, আমার উচ্চশিক্ষার জন্যে! সবাইকে বিদায় দিয়ে, বিশেষ করে আমার প্রিয় ঠাকুমা আর শিখাকে হারিয়ে আমার অন্তরে তখন শূন্যতার হাহাকার!

গতানুগতিক প্রথা বহির্ভূত কাজ করার মত মানসিক বল ছিল আমার বাবার। একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। আমার প্রয়াত ঠাকুরদা'র বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। প্রথা অনুযায়ী পূজা আর কিছু ব্রাহ্মণ, আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধব আপ্যায়ন। কিন্তু সবকিছু থেকে সরে এসে বাবা শুধু দরিদ্র এবং এতিমদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন! আমার মা সবকিছুতেই সহযোগিতা করে গেছেন। তারপর কেটে গেছে বহু বছর, পূর্ববঙ্গ স্বাধীনতা পেয়ে বাংলাদেশ হয়েছে! কয়েক বছর পর, আমার বাবার বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন - নিজের কন্যাকে স্বাবলম্বী করা, পূরণ হয়েছে!

মা ছিলেন স্নেহময়ী! একদম যখন ছোট ছিলাম তখন ঠিক সকালে জানালা দিয়ে টিনের চালার উপর এক ঝাঁক কবুতরের বকবকম শুনতে পেতাম! ঠিক তখনই যেন আমার সকালের খাবারের সময় ছিল। আমার সামনে দেখতে পেতাম মায়ের রেখে যাওয়া বাটিতে মুড়ি, দুধের সর আর খেজুরের গুড় অথবা চিনি। মায়ের সাথে প্রথম স্মৃতি এটাই। ছোটবেলা আমি কিছু খুঁজে না পেলে আমার মা-ই খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে ঝামেলা পোহানো থেকে নিষ্কৃতি দিতেন। কখন স্কুলে যাব সেটা যেন মায়েরই দায়িত্ব ছিল। দেয়ালে রোদ দেখে, মা সময় ঠিক করে আমাকে তৈরি হতে বলতেন। কোন একসময় এমন হোতো যে আমাদের দোতালা থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতাম স্কুল ড্রেস পরে ছাত্রীরা বিভিন্ন স্কুলে যাচ্ছে, অথচ আমি স্কুল- ড্রেসে তৈরি নয়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পা ঘষে ঘষে কান্নাকাটি করতাম। তারপর স্কুলে যেতাম খাবার না খেয়ে। সেটা মায়ের উপর রাগ করে, আমাকে সময় বলতে ভুলে যাওয়ার জন্য। সকালে মা ব্যস্ত থাকতেন নানান কাজের ভিড়ে। প্রথম কাজ এক তলায় গিয়ে অনান্য ভাড়াটের সাথে পালা করে জল সংগ্রহ করা তারপর সেটা উপরে তুলে আনা। সাথে ছেলেমেয়েদের জন্য সকালের খাবার তৈরি করা।

পূজা-পার্বণে, নাড়ু, মোয়া, সন্দেশ, এবং জন্মাষ্টমীতে লুচি, মালপো, তালের বড়া আর পায়েস, প্রতি বছরই মা বানাতেন। এসব সুস্বাদু খাবারের উপাদান যে পরিমানে বাবা আনতেন, সেটা স্বল্প হওয়ায় আমার মায়ের পছন্দ হতোনা। ছেলেমেয়েরা কয়েকদিন ধরে মুখরোচক খাবার খাবে এটাই ছিল আমার মায়ের সাধ। আমার বাবার সাধ্য আর আমার মায়ের সাধের অনেক ব্যাবধান! কিন্তু সেটা আমার মা খুব সহজেই মিটিয়ে ফেলতেন নিজের জমানো পয়সা খরচ করে! আমার ছোট ভাইকে বাজারে পাঠিয়ে দ্বিগুন পরিমানে উপাদান আনাতেন। জমানো পয়সা আসতো প্রতিদিন বাবার অলক্ষ্যে বাবার পকেট থেকে!

আমাদের ছ' ভাইবোনের সংসারে ছেলেমেয়েরা যেন তিন বেলা খাবার ছাড়াও মুখরোচক কিছু খাবার পায় সেটাতে মায়ের বিশেষ নজর ছিল, এবং বেশির ভাগ সময় সেটা মায়ের জমানো পয়সাতেই হতো। নিজের জন্যে মাকে খরচ করতে দেখিনি। আমি একটু বড় হবার পর বাবার সাথে জোর করে যেতাম মায়ের শাড়ি পছন্দ করতে। অনেক সময়ই মনে হোতো মায়ে'র আরাম আয়াস স্বাচ্ছন্দ্য অনেক কম, অন্য মায়েদের তুলনায়। খুব কষ্ট পেতাম মনে! বড় হয়ে মা'কে আরামে রাখার দারুন একটা ইচ্ছে ছিল তখন। খুব ছোট যখন ছিলাম, আমার প্রিয় কোন খাবার মা তাঁর ভাগ থেকেও আমাকে খাওয়াতেন। ইলিশ মাছ ভাজা তো সবসময়েই।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি তে পড়ার সময় হস্টেলে থেকেছি। খাওয়া-দাওয়ায় একটু খুঁতখুঁতে ছিলাম তখন। হস্টেলের খাওয়া খেতে পারতাম না ভাল করে। একদিন দুপুরে ডাইনিং রুমে বসে আছি ক্লাস শেষে, খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু খাবার আর খেতে পারছিলামনা। হঠাৎ পিয়ন এসে একটা চিরকুট দিল, তাতে আমার মেজো ভাইয়ের নাম। অর্থাৎ আমার ভাই হস্টেলের গেটে অপেক্ষা করছে। দৌড়ে গিয়ে দেখলাম টিফিন ক্যারিয়ার হাতে আমার ভাই দাঁড়িয়ে! ফুলকপি আর বড়ি দিয়ে কই মাছ আর ভাত। হস্টেলের ডাইনিং রুমের খাবারের বদলে সেদিন মায়ের হাতের খাবার অমৃতের স্বাদ দিয়েছিলো! মনে হয়েছিল আমার ক্ষিদের বার্তা মায়ের নিকট কেমন করে পৌছুলো!

মা এবং বাবা দুজনেই খুব খাওয়াতে ভালবাসতেন। আমার বন্ধু এবং আমার বিবাহিত জীবনের আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে মায়ের হাসি মুখ আর স্বহস্তে রান্না করা খাদ্যে আপ্যায়নের প্রশংসা কথা প্রসঙ্গেই শোনা যায়।

আমি ইউএসএ তে চলে আসার এক বছর পর বাবা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান, প্রায় ৩৭ বছর আগে। আমি এদেশের উদ্দেশ্য রওনা হওয়ার আগে বাবা বলেছিলেন, "ছেলেদের মানুষ করতে হবে, সংসারের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু তার মাঝে ইউএসএ তে একটি উচ্চ-শিক্ষার ডিগ্রী নিয়ে, নিজের কাজকর্ম দিয়ে নিজের একটা পরিচয় তৈরি করতে ভুলে যাসনে।" আমার বাবার কথা আমাকে সবসময় তাড়া করে বেড়িয়েছে, কিছু একটা করার জন্যে!

আমার মা নিজের ধৈর্য্য আর ভালবাসা দিয়ে ছেলেমেয়েদের একসাথে ধরে রেখেছিলেন বহুবছর। শেষ বয়সে ছেলেদের কাছেই ছিলেন। কখনো কোন নিন্দে শুনিনি ছেলের -বউদের কে নিয়ে। ছেলের বাড়িতে থাকা কালীন, আমার স্বামী, কিশলয় আর আমি মায়ে'র বাসস্থানটি সুন্দর আসবাব দিয়ে মনোরম করে সাজিয়ে দিয়েছিলাম! দেরীতে হলেও মা'র জন্য আমার একটা সাধ পুরন হয়েছিল! আমার মা জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন প্রান ভরে। কোন চাহিদা ছিলনা। যা কিছুই পেয়েছেন, তাতেই তৃপ্তির হাসি ছিল। গত মে মাসের ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় (বাংলাদেশ সময় ১৪ ই মে ২০১৯), মা আমদের ছেড়ে চলে গেছেন। মা-বাবা, দুজনেই এখন আমার স্মৃতির পাতায়! সে স্মৃতি রোমন্থন করে আমি শৈশবে ফিরে যাই, অহরহ!

দোহা-য় কিছুক্ষণ

গৌরী দাস

LA থেকে কোলকাতা যাচ্ছি – Qatar Airways. Doha তে stop over মাত্র ৪৫ মিনিট। শুরুতেই একটা মানসিক চাপ ছিল। এত কম সময়ে, পারব তো gate to gate যেতে?

Formalities শেষ করে wait করছি boarding এর জন্য। ঘড়ি এগিয়ে চলেছে – কিন্তু call করছেনা – ক্রমশঃই চাপ বাড়ছে। সাথে এটাও ভাবছি "আরে ... আধ ঘণ্টা late, তাও আকাশ পথে, আকাশযান নিশ্চয় ওই টুকু সময় cover করে নেবে। nothing to worry. অনেক সময়, সময়ের অনেক আগেই ল্যান্ড করে যায়। শুধু শুধু চাপ নেবার কোন কারন নেই" – নিজেকে নিজের সান্ত্বনা।

যাই হোক আধ ঘন্টা দেরি তে ফ্লাই করতে শুরু করলাম...

দুদিন আগে ও বাড়ীতে এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল – যদি flight miss করি কি হতে পারে? উত্তর ও পেয়েছিলাম – এমন টা নাকি হয় ই না – ওরা নাকি আমাকে না নিয়ে যাবে ই না। airport এর assistant রা ভীষন ভাবে help করে specially আমার মত পক্ককেশীদের। নেমে ই দৌড়তে হবে কিন্তু "miss" হবেনা!!! ভাল কথা – তা আমি সাধারণত wheel chair assistance নিই না, মনে হয় যতক্ষন পারছি ...এবার সবাই suggest করলো যেহেতু সময় টা খুব ই কম – অগত্যা ...

১৬ ঘন্টার উপর journey – সময় যত এগিয়ে আসছে - চোখ অনবরত ঘড়ির দিকে – plane Doha র মাটি স্পর্শ তো করল, কিন্তু দরজা খোলা অবধি আমার আর তর সইছিল না – পারলে সবাই কে ডিঙিয়ে বাইরে যাই। ভিতরে hand luggage নিয়ে আমি এক্কেবারে ready – বের হবার অনুমতি পেতেই বাইরে বেড়িয়ে দেখি placard হাতে একটি মেয়ে বলে যাচ্ছে "Kolkata flight calling..." আমি তো Kolkata শুনেই লাফাতে লাফাতে গিয়ে ওদের সামনে দাড়ালাম। কিন্তু ওরা আমাকে নিয়ে দৌড়নোর বদলে পাশে দাঁড়াতে বলল – অবাক কান্ড! কোথায় তাড়াতাড়ি এগোবে তা নয় থামিয়ে দিল। মনের মধ্যে অনেক কিছু তোলপাড় করছে – ঠিক কি হতে চলেছে Doha য়? আমাকে Doha কেমন welcome জানাবে? এমন সময় একজন young man মনে হল এক্টু senior position এর, এসে কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতলো। আমার ব্যাস্ততা কে থামিয়ে declare করল – "Maam, you have missed your flight" – মানে? আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম "but we still have thirty minutes, right?" "sorry maam, not enough time", তার উত্তর।

যাহা ছিল ভাবনা মনে,
তাহা আসিয়া দাঁড়াইল সামনে।

জানলাম আগামী ২৪ ঘন্টার আগে Doha আমাকে ছাড়ছেনা। এবার চিন্তা, কোথায় থাকব? কি খাব? তবে কি airport এর lounge এ বসে রাত কাটাতে হবে? কিন্তু আগে boarding pass টা হাতে পেতে হবে।

যাত্রা হল শুরু। ঐ officer ছেলেটির পিছন পিছন এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে। হাতে boarding pass পেয়েই আমার প্রথম ভাবনা ছিল – "মেয়েদের জানাতে হবে"। আমার ফোন তো ওখানে কাজ করবে না, তাহলে কি হবে? ছেলেটি খুব অমায়িক, মুখে মিষ্টি হাসি, আমাকে বলল "not to worry maam, everything will be arranged". আমার ফোন টা নিয়ে Wi Fi সেট করে দিল। call হবেনা – sms/text/WhatsApp এইসব কিছু এক্ টা করে বাড়ীতে inform করতে হবে। ভাগ্যিস বাড়ীতে ফোন নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম, মানে কথা বলা ছাড়া ও অন্য কিছু – তাই Wi Fi connection পেয়ে একটু ভরসা হল। তাহলে আমার খবর ওরা পাবে। একটু তো nervous ছিলাম, তাই ভাবলাম type করে message লিখতে দেরি হবে, WhatsApp এ voice message করাটাই বোধ হয় ঠিক তাতে আমার ভাষায় তাড়াতাড়ি অনেক কিছু বলা যাবে।

Doha তে কটা বাজে? LA র time কত? আমার মেয়ে এখন কোথায়, office এ না বাড়ীতে? ভাবিনি... গড়গড়িয়ে যতটা সম্ভব জানালাম। ততক্ষণে আর একটা counter থেকে hotel এ থাকার, dinner / lunch / breakfast এর voucher হাথে পেয়ে গেছি। Atleast airport এ coffee-biscuit খেয়ে রাত কাটাতে হবেনা। ঐদিকে আমার গলায় message শুনে আমার মেয়ের তো মাথায় হাত – মা কে যতই smart ভাবুক না কেন ঐ মুহূর্তে সেও দুঃশ্চিন্তায় – অথচ কিছু করার নেই – ঠিক তখন ই আমার কাছে আর একটা রাস্তা খুলে গেল – একজন security ভদ্রমহিলা ওদের একটা ফোন আমাকে দিয়ে বললেন ৩ মিনিটের জন্য আমি মাত্র ১টা ফোন করতে পারি – দারুন! এবার direct কথা হল। আমার গলা শুনে নিশ্চিন্ত হলেও মেয়ের গলায় আতঙ্কের সুর ছিল – কিন্তু আমি ততক্ষণে ধাতস্ত হয়ে গেছি – বললাম কোন অসুবিধা নেই সব ব্যবস্থা ওরা করে দিয়েছে – কোন টাকা পয়সা ও লাগেনি। ফোনের ওপার থেকে মেয়ে ও আমাকে সাহসী হতে বলল – যাতে ভয়ে ঘাবড়ে না যাই।

Airport এর ভেতরেই আমাকে বসিয়ে ছেলেটি চলে গেল – অন্য কেউ এসে নাকি গাড়ী করে আমাকে হোটেল এ পৌঁছে দেবে। বসে আছি আর ভাবছি - ঁঠাকুর আমার জন্য আর কি কি লিখে রেখেছেন ... এতক্ষণ যে ছেলেটি আমার সঙ্গী ছিল, বেশ মিষ্টি স্বভাবের ছিল – এখন আবার কেমন হবে - মিনিট দশেক চুপচাপ – তারপর সারথী এল। গাড়ীতে উঠে দেখি আরও দুজন অল্পবয়সী ছেলে – কথা শুনে বুঝলাম বাঙালী, আমার ই মত অবস্থা। মিনিট ১৫ শহরের মধ্যে দিয়ে হুহু করে গাড়ী ছুটে চলেছে – চারিদিকে যেটুকু নজরে আসছে, আলোয় আলোকিত, বড় বড় উচুঁতলা সব বাড়ী – এককথায় ঝকমকে শহর – গাড়ী থামল। বিশাল বড় হোটেল – reception এ ঢুকেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। উভয় পক্ষে কিছু প্রশ্ন-উত্তর এর পর ঘরের চাবি পেলাম। Roomboy ছেলেটি আমাকে অভিবাদন জানিয়ে হাতের ব্যাগটি নিয়ে ওকে অনুসরণ করতে বলল। আমাকে দেখে বা পোষাকে বুঝেছে আমি বাঙালি – আমার সাথে বাঙলায় কথা বলতে শুরু করল! কোন ভয় নেই, চিন্তার কোন কারন নেই, এরকম প্রায়ই হয়, সব ব্যবস্থা ভীষণ ভালো, ওদের থেকে আমি কি কি service পাবো – সব জানিয়ে দিল। আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে সব বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল। বিদেশ বিভূঁইয়ে এই বাঙালী অভ্যর্থনা পেয়ে সত্যিই মোহিত হয়ে গেলাম – হোক না আমার প্রতিবেশী দেশের, টানটা তো একই।

ততক্ষণে Delhi তে আমার ছোট মেয়েরা ও খবর পেয়ে গেছে – আমি তো সবার সাথে "ONLINE" – নাতীরা ব্যাপারটা অন্যভাবে নিল। "Dida, How lucky you are!!! Why don't we travel with you? তাহলে খুব মজা হত। ENJOY Dida – Don't be nervous..." বোঝ !

কিন্তু আমার ৮০ ঊর্ধ মা আমাকে নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এই খবরে – অচেনা, অজানা শহরে তাঁর মেয়ে একা। আমি মনে মনে ভাবলাম, শুধু এই শহরেই নয় মা, মানুষ আসলে বড়ই একা।

Fresh হয়ে নিচে dinning hall এ গেলাম dinner এর জন্য – মেনু দেখে তো থ ! নানাধরনের খাবার – নিজের পছন্দমত যতটুকু খাব নিয়ে, ছবি তুলে নাতীদের পাঠালাম – তাতে তো ওরা আরও ক্ষেপে গেল – দিদা তোমার কি মজা!!! ঠিক তাই – খাওয়া শেষ, রুম এ ফিরছি – elevator এ ঢুকে আমার ফ্লোর ১৫ press করলাম। ভিতরে আরও একজন ভদ্রমহিলা ছিলেন যিনি ১৭ press করলেন – কিন্তু উপরে যাবার জন্য তো সেই বাহনের NOT নড়ন-চড়ন। না নড়ে, না দরজা খোলে। যতগুলো বোতাম ছিল সব press করছি – কিছুতেই কিছুনা। ঐ ভদ্রমহিলার ও আমার মত একই অবস্থা – গলদঘর্ম। আমার তো মনে হল, তাহলে কি সলিল সমাধির বদলে elevator সমাধি হবে? দম বন্ধ হবার অবস্থা – হঠাৎ ঠকাস্ করে শব্দ করে, বাহন নড়ে, খানিকটা উঠে, থেমে দরজা খুলে গেল। আর আমরা পড়ি কি মড়ি করে বাইরে বের হলাম – দেখি ২/৪ জন elevator use করার জন্য ঐ floor থেকে press করেছিল। তার সুবাদে আমরা ... তখনও হাপাচ্ছি – security দৌড়ে এসে আমাদের সমস্যার কথা শুনে বলল – আসলে আমাদের room-key টা elevator এর key pad এ touch করতে হত। দেখ – না জানার ফল।

রাতে ভালো ঘুম হল না – সকালে সময় মত breakfast আর lunch সেরে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই নীচে reception এ wait করতে লাগলাম। যাতে না আর কোন রকম miss হয়। না আর কিছু হয়নি। জানিনা আধুনিক শহর দোহা, আমার ছোটবেলার আরব্য উপন্যাসের রূপকথার কোন ও শহর কি না – আমার পরিচিত কোন চরিত্রের দেখা তো পেলাম ই না – আধুনিক শহর দোহা কেও ভালভাবে জানতে না পারার আক্ষেপটা থেকেই গেল। কোলকাতা র flight নির্দিষ্ট সময়ে আমায় কোলকাতা পৌঁছে দিল। তিলোত্তমা আমায় পেয়ে যেমন নিশ্চিন্ত, আমি ও কল্লোলিনীর কল্লোলে এক অদ্ভত সুখানুভূতির স্পর্শ পেলাম।

সতী-পতি উপাখ্যান

কমলেন্দু গাঙ্গুলী

ছোট বেলায় স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে একজন বিখ্যাত কবির (নাম মনে নেই) "অন্নদার আত্ম পরিচয়" কবিতা প ড়েছিলাম। মা দুর্গা নদী পারাপার করার জন্য খেয়ার মাঝি ঈশ্বরী পাটনীকে ডাকলেন। ঈশ্বরী পাটনী খেয়ার নৌকা পাড়ে এনে মা দুর্গাকে একা দেখে বললেন –

"একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার|"

স্বামীর নাম বলা যায়না, তাই মা দুর্গা পতি মহাদেবের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন –

"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুন
কোন গুন নাই তার কপালে আগুন|"

মহাদেবের কপালে আগুন কি করে কোথা থেকে এল, এবং তার জন্য মহাদেব যে কি ভীষন বিপদের সম্মুখীন হ য়েছিলেন তা এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা। গোড়া থেকে সে কাহিনীই বলবো:

মা দুর্গাকে বহু নামে আমরা পূজা করি। মা দুর্গার জন্মগত নাম তিনটি। মা দুর্গা প্রথম জন্মে দুর্গা, দ্বিতীয় জন্মে সতী এবং তৃতীয় জন্মে পার্বতী। মা দুর্গাকে অন্যান্য নবহু নামে অভিহিত করা হয় কারণ মা দুর্গা অপরিমিত বলশালিনী, মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গলকারিনী ও সিদ্ধিদায়িনী এবং সর্ব দুঃখ হরণকারিনী।

প্রথম জন্মে দৈত্যগণ কর্তৃক নিপিড়িত ও বিতাড়িত দেবগনের তেজরাশি হতে উৎপন্না হয়ে দুর্গা নামে অভিহিতা হলেন। মা দুর্গা দৈত্যগনকে সমূলে বিনাশ করে স্বর্গরাজ্য অসুরদের হাত থেকে উদ্ধার করে দেবতাগনকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন| বহু বছর পরে এই মা দুর্গার পূজা মানুষগনের মধ্যেও ধীরে ধীরে প্রচলিত হল। দৈত্যগনের বিনাশ কাজ সম্পন্ন হলে মা দুর্গা অতিশয় প্রতাপান্বিত প্রজাপতি দক্ষরাজের কন্যা হয়ে জন্ম গ্রহন করলেন। তখন মা দুর্গার নাম হল সতী। এই সতী নাম্নী মা দুর্গাকে জীবিতকালে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হ য়েছিল। দেবতারা সুবিধা পেলেই শাপ-শাপান্ত করেন। তাদের শাপ হতে দেব-দেবীগনও রেহাই পান না। মুনি ঋষিরা তো সবসময়েই ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। একটু এদিক-সেদিক হলেই যাকে যাকে পারেন তাকেই শাপ দেন। এই সতীর পতি মহাদেব, যিনি শক্তিতে নারায়ণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মার সমকক্ষ, তিনিও প্রজাপতি দক্ষরাজের ভয়ানক শাপ হতে অল্পের জন্য নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন।

প্রজাপতি দক্ষরাজের স্ত্রী প্রসূতি এক সময়ে ষাটটি কন্যা প্রসব করেন। তার মধ্যে একটি কন্যা সতীকে দক্ষরাজ মহাদেবের হাতে সমর্পণ করেন। দক্ষরাজ ধর্ম্মকে আটটি কন্যা, রুদ্রদেবকে একাদশটি, কশ্যপমুনিকে ত্রয়োদশটি কন্যা দেওয়ার পর অবশিষ্ট সপ্তবিংশতি (২৭) কন্যা চন্দ্রের হাতে সমর্পন করলেন। এই সাতাশটি কন্যা, চন্দ্রের স্ত্রীসকল, প্রত্যেকেই নক্ষত্র হিসাবে পূজিতা হয়ে থাকেন। এদের নাম দিনপঞ্জিকাতে পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানের সম য় অমাদের জন্মের নক্ষত্র এবং নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবগনের পূজা করতে হয়। এমনকি অমাদের দৈনন্দিন জীবনে নক্ষত্রের শুভ ও অশুভ অবস্থান মেনে চলতে হয়। পূর্ব্বকালে রাজা-মহারাজারা জ্যাষ্ঠা, মূলা নক্ষত্র দেখে তবে যুদ্ধ

যাত্রা করতেন। এটা না হলে, যুদ্ধে পরাযয় অনিবার্য। বিয়ে ইত্যাদি দশবিধ সংস্কার এই নক্ষত্রের অবস্থান দেখে করতে হয়।

চন্দ্রদেব এই সাতাশজন স্ত্রীর মধ্যে একমাত্র রোহিনী ছাড়া আর কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেননি। এই কারণে বাকি ছাব্বিশজন চন্দ্রের পত্নী তাদের পিতা প্রজাপতি দক্ষরাজকে এর একটা বিহিত করতে বললেন| তারা দক্ষরাজকে বললেন - স্ত্রী যদি পতির ভালোবাসাই না পায় তবে বেঁচে থেকে কি লাভ? প্রজাপতি দক্ষরাজ এই সংবাদে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হয়ে জামাতা শশধরকে অভিসম্পাত করলেন| চন্দ্রও শ্বশুরের শাপ প্রভাবে তৎক্ষণাৎ যক্ষা রোগাক্রান্ত হলেন এবং দিন দিন ক্ষীণ কলেবর হতে লাগলেন। রোগের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং চন্দ্রের কলেবর প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে চন্দ্র ভগবান শিবশঙ্করের শরনাপন্ন হলেন।

অনন্তর কৃপাময় শংকর চন্দ্রদেবকে অতিশয় ক্লিষ্ট দেখে অভয় দান করলেন। মহাদেব নিজের মাহাত্মে চন্দ্রদেবের যক্ষারোগ একদিকে সরিয়ে নিজ শেখরে চন্দ্রদেবকে স্থান দিলেন। চন্দ্রদেবও যক্ষারোগ শরীরের এক অংশে সরে যাওয়াতে সুস্থ বোধ করলেন। শশধর নির্ভয় চিত্তে শিব শেখরে অবস্থান করতে লাগলেন। চন্দ্রকে শিব মস্তকে স্থান দেওয়ার জন্য মহাদেবের আরেক নাম হল চন্দ্রশেখর। মা দুর্গা যেমন শরনাগতদের আশ্রয় দেন, শংকরও সর্ব সময়ে শরনাগতদের নিজ প্রভাবে রক্ষা করেন।

কিন্তু এই শরনাগত শশধরকে নিজ মস্তকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য শঙ্করের বিপদ উপস্থিত হল। তিনি প্রজাপতি দক্ষরাজের কোপে পড়লেন। চন্দ্রদেবের নক্ষত্রস্ত্রীগন যখন জানতে পারলেন তাদের পতিদেব সুস্থ শরীরে মহাদেবের মরস্তকে অবস্থান করছেন, তখন তারা পুনরায় তাদের পিতা প্রজাপতি দক্ষরাজকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি চন্দ্রদেবকে মহাদেবের মস্তক হতে এনে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিবও প্রজাপতি দক্ষরাজের জামাতা, কিন্তু শাপ দেওয়ার ব্যাপারে মুনি-ঋষিগণ এইসব তুচ্ছ পারিবারিক সম্পর্কে কোন আমল দেন না। প্রজাপতি দক্ষরাজ ক্রোধান্বিত স্বরে মহাদেবকে উদ্দেশ্য করে আদেশ দিলেন "হে শম্ভো! আমার জামাতা শশধরকে এক্ষুনি তোমার মস্তক হইতে নামাইয়া আমার কন্যাদের হস্তে ফিরাইয়া দাও, নচেৎ আমি তোমাকে ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত করিব। কার সাধ্য তোমাকে রক্ষা করে।" মহাদেব প্রজাপতি দক্ষরাজের উতদ্দেশ্যে বললেন "হে শ্বশুর মহাশয় দক্ষরাজ! যদিও আপনি আমাকে ভস্মসাৎ বা অভিসম্পাত করেন, তথাপি আমি জীবিত থাকিতে শরনাগত এবং আশ্রিত চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" দক্ষরাজ মহাদেবের এই কথাতে যার পর নাই ক্রোধান্বিত হয়ে শাপ প্রদানে উদ্যত হলেন। মহাদেবও উপায়ান্তর না দেখে বিপদের একমাত্র অবলম্বন শ্রীহরিকে স্মরণ করলেন। শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে উভয়ের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। দক্ষরাজ এবং মহাদেব বিপ্ররূপ ধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়কে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীহরি তখন শাপভীত শঙ্করকে নিজ মস্তক হতে চন্দ্রকে এনে দক্ষরাজকে ফিরিয়ে দিতে বললেন, কারণ দক্ষরাজ শাপ দিলে শ্রীহরিও মহাদেবকে রক্ষা করতে পারবেননা। রীকৃষ্ণ শঙ্করকে বললেন - "আত্মানং সততং রক্ষেত।" অর্থাৎ আত্মাকে সর্বদাই রক্ষা করবে কারণ আত্মা থেকে প্রিয় আর কেহ নেই।

দক্ষরাজকে তার প্রার্থিত শশধরকে সমর্পন কর। কারণ এই ব্রহ্ম তেজে বলীয়ান দক্ষরাজ অতিশয় কোপন স্বভাব, দুর্ধর্ষ এবং অতিশয় তেজস্বী। অতএব দক্ষরাজের বিরুদ্ধাচরণ করা কোনো মতেই কর্তব্য নয়।
শঙ্কর তখন বললেন - "হে দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণ! আমি দক্ষরাজের শাপে ভীত নই। আপনি আমাকে এইরূপ অন্যায় আদেশ দিবেননা। আপনি জানেন, যে ব্যক্তি ভয় প্রযুক্ত আশ্রিত শরনাগতকে নিজের আত্মাকে রক্ষা করার জন্য পরিত্যাগ করে, ধর্মও তাকে অভিসম্পাত করে পরিত্যাগ করে। তাই বলছি আমি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত কিন্তু ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারব না।

শঙ্করের এইরূপ ধর্মজ্ঞান দেখে শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় প্রীত হলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে দুদিক রক্ষা করতে হবে তাই তিনি শঙ্করের মস্তকে ব্যাধিশুন্য অর্ধচন্দ্র রেখে বাকী ব্যাধিযুক্ত অর্ধচন্দ্র আকর্ষণ পূর্বক মস্তক হতে নিয়ে দক্ষরাজকে প্রদান করলেন। দক্ষরাজ দেখলেন, শ্রীহরির কৃপায় যে অর্ধচন্দ্র পেলেন তা নিজের শাপেই ব্যাধিযুক্ত। তখন দক্ষরাজ শ্রীহরির স্তব করর্তে লাগলেন যাতে তার হস্তস্থিত অর্ধচন্দ্র ব্যাধিমুক্ত হয়। দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ দক্ষরাজের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষরাজকে বর দিয়ে বললেন - "এই চন্দ্র এক পক্ষকাল সুস্থ হয়ে পূর্ণ হইবে এবং এক পক্ষকাল ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইবে।" তাই আমরা দেখতে পাই শুক্লপক্ষে চন্দ্র দিনে দিনে বর্ধিত হয়ে পূর্ণিমাতে পূর্ণকলেবর ধারণ করেন, এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অমাবস্যাতে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে থাকেন।
কিন্তু দক্ষরাজ অত সহজে সবকিছু ভোলেননা। শঙ্করকে শাপ দিতে না পেরে মনে যে ব্যথা পেয়েছিলেন তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। দক্ষরাজ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন যার নাম দক্ষযজ্ঞ। এই যজ্ঞে দক্ষরাজ সবাইকে আহ্বান করলেন। মহাদেবের স্ত্রী সতীদেবীও আহুত হয়ে পিত্রালয়ে দক্ষরাজের কাছে আসলেন। দক্ষযজ্ঞে বহু দেব-দেবী, মুনি ঋষি গনও আমন্ত্রিত হলেন।

এই কোপন স্বভাব দক্ষরাজ যজ্ঞ আরম্ভ হবার পূর্বেই সর্বসমক্ষে মহাদেবের নিন্দা করতে লাগলেন। পতিনিন্দা যখন চরমে উঠল তখন দক্ষরাজের কন্যা সতী নাম্নী দুর্গা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে যোগবলে শরীর ত্যাগ করে শৈলরাজ হিমালয়ের প্রিয় পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন। মা দুর্গাকে তাই "দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী" বলা হয়। পর্বত রাজার কন্যা হয়ে জন্ম নেওয়ার জন্য মা দুর্গার নাম হল পার্বতী। যদিও সতীর পরে পার্বতী হয়ে জন্ম লাভ করতে মা দুর্গার কয়েক হাজার বছর কেটে গিয়েছিল। তবুও পর্বতরাজ আনন্দ সহকারে নিজ কন্যা পার্বতীকে অতি বড় বৃদ্ধ পতি মহাদেবের হাতে সমর্পন করলেন। গল্পের যদিও এখানে শেষ, তবু পুরাণে কথিত অছে যে, শিব রাত্রিতে যদি অবিবাহিত কন্যারা স্বপ্নে মহাদেবের শেখরে উজ্জ্বল চন্দ্রকে দেখতে পায় তবে তাহারা সর্ব ব্যাধি মুক্ত হয়, প্রভূত অর্থশালী হয় এবং আকাঙ্খিত বর লাভ করে।

- সেরিটোজ্, ক্যালিফোর্ণিয়া (লেখাটি পূর্ব প্রকাশিত)

Palette-able

M E M B E R C O N T R I B U T I O N S

Welcoming Ma Durga with drum beats

Avish Banerjee, 7

Maa Arrives on Elephant

Soham Sarkar, 14

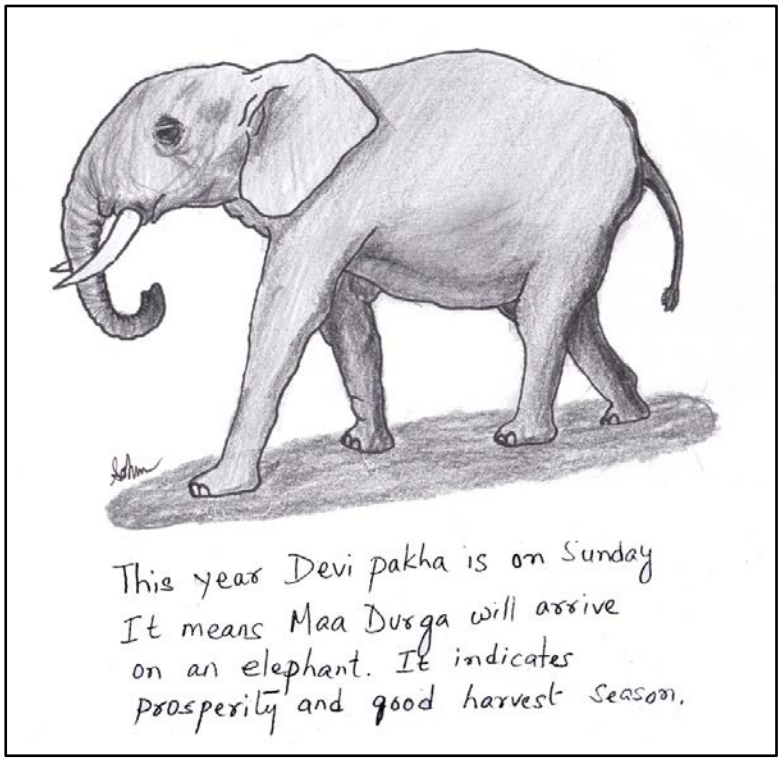

Maa Durga

Spandan Ghosh, 8

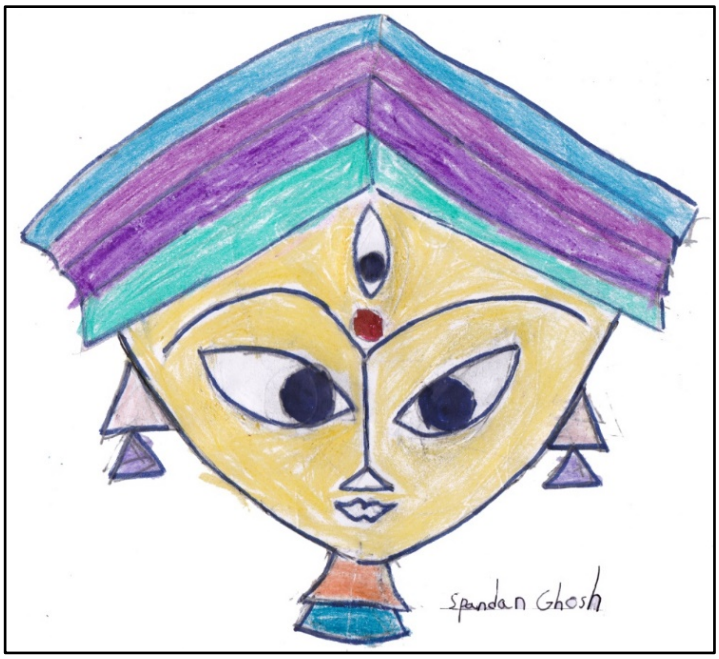

Ma Durga, the Powerful

Vikramjit Basu, 8

Colors of Nature

Shekhor Bhattacharya, 10

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী

Soujonnyo Saha, 7

ঢাকে পড়ল কাঠি, পুজো জমজমাটি

Souhardyo Saha, 10

,

শক্তি ও সিদ্ধি

Shirom Mukherjee, 11

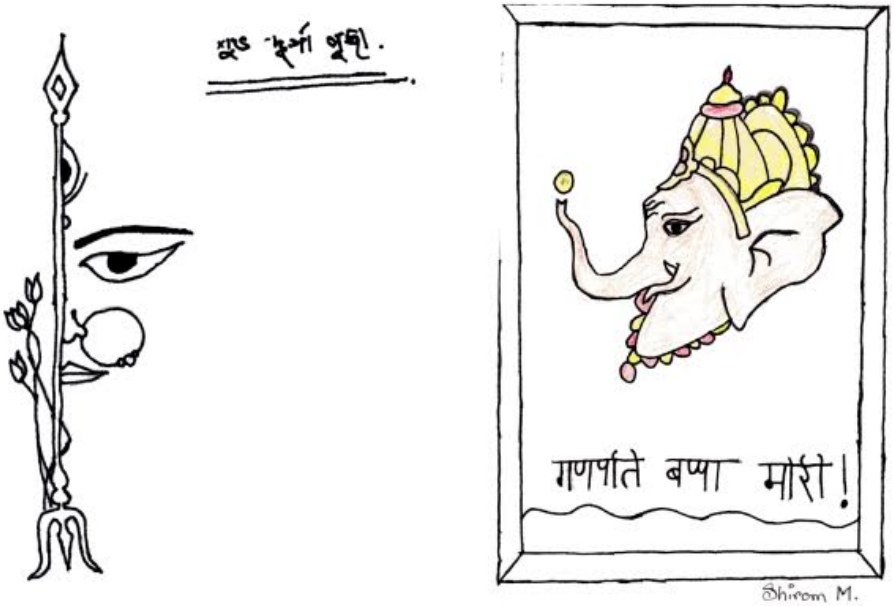

Rhyme Time

MEMBER CONTRIBUTIONS

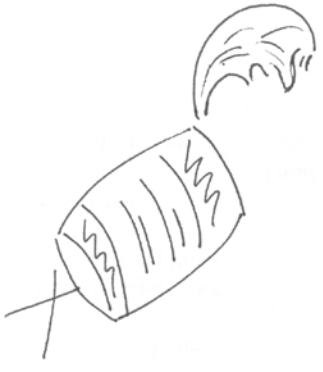

fiLe

Prokkawn Majumdar, 17

A fiLe,
Something that organizes
Something that sandpapers rough edges
Something we save our memories in
But in the present...what are we filing?
People who are mentally different from others?
People who are socially different from others?
People who are colored different from others?
We are trying to saw the edges off of our society.
Trying to become that perfect circle which is unattainable.
To me...our *fiLe* has become a mixed up jumble of things that is now our *Life*.

Arrival of Maa Durga

Sudipto Banerjee

Autumn has come, it's puja time here

Cogongrass symbolizes Durga Maa is near.

The fragrance of Nyctanthes is so healing

Nature evokes memories of childhood feeling.

Ascetic clouds wander in the sky

Golden sunrays keep shining so high.

Mother Nature beautifies Bengal – so dear

Sounds of mirth helps worries disappear.

Arrival of September glorifies the nature

Photographers aspire this beautifying couture.

ঈশোপনিষদ (ভাবানুবাদ)

দীপক বাগচী

জগতে রয়েছে যত অনিত্য প্রাণী ও অপ্রাণী, সকল প্রকার,
আচ্ছাদিত সে সব তাঁর দ্বারা, যিনি পরমাত্মা, ঈশ্বর বা প্রভু আবার।
জগৎবুদ্ধি ত্যাগ ক'রে দিয়ে ঈশ্বর-ভাবনা কর রে সার।
নিজের বা পরের ধনাকাঙ্খ্যা ক'রো না, কারণ সে ধন কার? ॥১॥
শাস্ত্র-বিহিত এইরূপে কাজ করি' অবিরত ধরায় নর,
অভিলাষ করে বাঁচি' রহিবারে শতেক বরষ অতঃপর।
কেননা এমন কাজ বাঁধে নাকো কারেও কখনো কর্ম-বাঁধনে,
আর এটি ছাড়া তোমারও না আছে বিকল্প কোন কর্ম সাধনে। ॥২॥
অসুরগণের যোগ্য যে স্থান, সেই লোক শুধু রয় আচ্ছন্ন
অজ্ঞানতার অন্ধকারেতে, যেটি দৃষ্টি-প্রতিরোধকমন্য।
আত্মাহন্তা সেই সব জীব যায় যেন তারা এই লোকটায়,
এ জগৎ হ'তে জীবনের শেষে যখন দেহটি ছাড়িয়া যায়। ॥৩॥
পরমাত্মা এক ও অচল, মনের চেয়েও দ্রুতগামী তিনি,
সকলের আগে যান চ'লে তিনি, ইন্দ্রিয়রাও পারে না লইতে জিনি'।
স্থির হয়ে থেকে আগে যান তিনি, যারাই যখন চলিবে ছুটি',
তিনি যে আছেন তাই ঝড়-বারি নিয়ন্ত্রনে বায়ুর হয়না ত্রুটি। ॥৪॥
পরমাত্মা চলেন, আবার চলেন না তিনি বলাও চলে;
দূরে রন তিনি, পুনরায় তিনি খুবই নিকটে ইহাও বলে।
তিনি রয়েছেন ওতপ্রোতভাবে সকল কিছুর মধ্যে যেমন,
আবার তিনিই সদা রয়েছেন এই সকলের বাহিরে তেমন। ॥৫॥

মুক্তিপ্রার্থী যে জন দেখিছে সকল জীবেরে পরমাত্মায়,
এবং দেখিছে পরমাত্মাকে সকল জীবেতে নির্দ্বিধায়
প্রচ্ছন্নরূপে ব্যাপৃত র'তে, সে তো পারেনাকো কখনো আর
ঘৃণা করিবারে আর কাহরেও আপনার মনে করি' বিচার। ॥৬॥
পরম-তত্ত্ব জেনেছেন যিনি, যিনি সর্বদা করেন দর্শন
এই জগতেতে যত কিছু আছে, সেই সকলই পরমাত্মন।
এইরূপ যিনি সমদৃষ্টিতে দেখেন সকলই তিনি স্থির রন।
কী বা ওই মোহ, দুঃখই কী বা, কিছুতেই তিনি বিচলিত নন। ॥৭॥
সর্বব্যাপ্ত, তিনি জ্যোতির্ময়, তিনি অশরীর, তিনি যে অক্ষত,
তিনি শিরাহীন, নির্মল তিনি, অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শীও তো,
মন-নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ তিনি, সর্বোত্তম, স্বয়ম্ভু জেনো,
নিত্যকালের প্রজাপতিদের তিনি যথানুরূপ বিধান দেন। ॥৮॥
শাস্ত্রীয় ধর্ম, আচারানুষ্ঠান, এই শুধু যারা করিবে মুখ্য,
দৃষ্টিনিরোধী তমসায় পড়ি' তারা পেয়ে থাকে সদাই দুঃখ।
তার চেয়েও বেশি অন্ধকারেতে পায় তো কষ্ট শুধুই তারা,
যারা বিদ্যার তরে জ্ঞানপথটিকে বাছি' দিয়া থাকে কেবল সারা। ॥৯॥
অবিদ্যারূপী আচারানুষ্ঠান করিলে মিলিবে পিতৃলোকটি খালি,
আর দেবলোক জুটিবে মাত্র জ্ঞানপথ-নিয়ম কেবল পালি'।
সে সব ধীমান, যাঁরা করেছেন ব্যাখ্যা বুঝাতে এসব বিষয়,
তাঁদের কাছেই শুনেছি এ দু'য়ের ভিন্ন ভিন্ন ফলগুলি হয়। ॥১০॥
অবিদ্যা ও বিদ্যা একই সঙ্গে অনুসরণ করা হ'ল কর্তব্য,
যে জন মানেন এই তত্ত্বটি তাঁর পরমার্থ হয় তো লভ্য?
শাস্ত্রীয় কর্ম পালন করিয়া মৃত্যুকে তিনি করিয়া জয়,
অমরত্বের অধিকারী হন জ্ঞানের সাহায্যে, ইহা নিশ্চয়। ॥১১॥
যাহারা করিছে অপ্রকাশিতা প্রকৃতিরই শুধু উপাসনা
দৃষ্টিনিরোধী তমসায় পড়ি' তারা পথ আর খুঁজি' পায় না।
তার চেয়েও বেশি অন্ধকারেতে প'ড়ে তারা হয় শুধু বিফল,
যারা তো ব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ প্রতি অনুরক্ত হয় কেবল। ॥১২॥
হিরণ্যগর্ভের উপাসনা শুধু করিলে মিলবে একরূপ ফল,
প্রকৃতির পূজা কেবল করিলে অন্য ফল পেতে হয় সফল।
সে সব ধীমান, যাঁরা করিলেন ব্যাখ্যা বুঝাতে এসব বিষয়,
তাঁদের কাছেই শুনেছি এদুয়েতে ভিন্ন ভিন্ন ফলই হয়। ॥১৩॥
অপ্রকাশিতা প্রকৃতি এবং হিরণ্যগর্ভ, যিনি প্রকাশিত,
এ উভয়কেই যুগপৎ যিনি উপাসনাদি করেন তিনি তো
হিরণ্যগর্ভের সহায়তা লভি' অগ্রে মৃত্যু করিয়া জয়,
অমরত্বের অধিকারী হন প্রকৃতি-সহায়ে, ইহা নিশ্চয়। ॥১৪॥
জ্যোতির্ময় এক পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ রহিছে আবৃত,
হে জগৎপরিপোষক সূর্য, হে সূর্যদেব তা' কর অপনীত।
আমি করিয়াছি তব উপাসনা হে সত্যস্বরূপ, কাজেই এখন
খুলি' দাও যেন দেখিবারে পাই তোমার মুরতি ভরি প্রাণমন। ॥১৫॥
হে পরিপোষক, আকাশেতে তুমি এককযাত্রী, হে নিয়ামক,

হে সূর্য, তুমি প্রজাপতিসুত, আকরিয়া রশ্মি সংবর
আলোক।
তোমার কৃপায় দেখিব আমি যা তব সুন্দরতম রূপ,
তাহায়।
আমি হই সেই, সে পুরুষ আমি, যিনি করিছেন বাস
সেথায়। ॥১৬॥
এখন আমার প্রাণবায়ু যেন ফিরি' যায় হ'তে তাঁহাতে
লয়,
সকল কিছুতে ব্যাপ্ত হন যিনি, যাঁহাকে অমর প্রাণ বলা
হয়।
এই মরদেহ যেন অগ্নিতে ভস্ম হইতে হয় সফল।
ওঁ, মম মন, কর রে স্মরণ, স্মর মোর কৃত কর্ম
সকল। ॥১৭॥
আমাদের সব কীর্তি-কর্ম জানি' হে অগ্নিদেবতা এবে,
চল আমাদের নিয়ে সে সুপথে সেথায় যেথা কর্মফলেতে
দেবে
মহার্ঘ বস্তু, আর দূর কর যত কুটিল পাপ মোদের
থেকে।
উচ্চারিতেছি বহু নম, নম, তোমার জন্য প্রণতি রেখে।
॥১৮॥
শান্তি মন্ত্র:
ওঁ
তাহাও পূর্ণ, ইহাও পূর্ণ, এই পূর্ণতা আসিল সেই পূর্ণতা
হইতে,
মিলিলে এই পূর্ণতা ঐ পূর্ণতায়, পূর্ণতাই রয় শুধু
শেষটিতে।

ওঁ

কর্ণকুন্তী সংবাদ – ২

সুচরিত সরকার

কুন্তী: সুন্দর এ সন্ধ্যে, গঙ্গার তীরে
দাঁড়িয়ে বললি তুই, আসবি না ফিরে,
ব্যাপারটা ভেবে দেখ, উল্টোটা হলে
শত্রুরা হারতোই, পুরো বলে বলে -
কর্ণ: না গো মা, তা ঠিক নয়, আফটার অল,
আই এম প্লেয়িং ফর কৌরব দল,
যাই বলো, তারা ঠিক শত্রু তো নয়,
তাছাড়া খেলার মাঝে টিম চেঞ্জ হয়?
কেরিয়ারটা আমার যাচ্ছিল জলে,
দুর্যোধনই তখন নিল তার দলে।
তাই তাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না মন,
এটা নিয়ে বাকি কথা পরে হবে 'খন -
কুন্তী: শোন বাবা কর্ণ, এ মার দুটি কথা
ভায়ে ভায়ে মারপিট পাশবিক প্রথা।
তার চেয়ে চলে আয়, একসাথে মিলে
য়্যুনাইটেড হোক সব ছেলেপিলে।
তুই তো বললি আগে, তোর মনে হয়
এ যুদ্ধে আমাদের নাকি হবে জয় -
তবে ওই হেরো টিমে থেকে কি বা লাভ?
তার চেয়ে অনেক ভালো আমাদের ক্লাব।
আর হলে সত্যিই আমাদের জয়,
তোকে ঠিক রাজা করে দেবো নিশ্চয় -
কর্ণ: কমপ্লিকেশন আছে, ও যুধিষ্ঠির,
এসব ব্যাপারে ওর মাথা খুব স্থির।
তাছাড়া ও পলিটিক্স বোঝে ভালো খুব,
ধর্মের নাম নিয়ে ওতে থাকে ডুব।
রাজা হবে - স্বপ্ন এ দেখে প্রতি রাতে,
আমি রাজা হবো শুনে রাজী হবে তাতে?
আর অর্জুন আছে, বলেছে ও নাকি
আমার সঙ্গে ওর বোঝাপড়া বাকি।
এ জাতীয় মনোভাব যার মনে আছে,
সে আমাকে রাজা হতে, মেনে নেবে না যে
কুন্তী: থাম থাম - এটা নিয়ে ভাবিস না আর,
ওদেরকে বোঝানোর আমি নেবো ভার।
থাক বাবা বাঁচা গেলো, ছিল এক ভয় -
কর্ণ: না গো না মা, এ আমার শেষ কথা নয়।
শুরুতে বলেছি আমি, শুনেছো স্পষ্ট

দল আমি ছাড়বো না, হোকই বা কষ্ট।
অর্জুন বিরুদ্ধে চেপে গেছে জেদ,
কৌরব হারলেও নেই কোনো খেদ।
কুন্তী: সে কি বাবা, না না তুই অর্জুন সাথে
মারপিট করবি না, বল আজ রাতে।
আমার একটা ভয়, তোর সাথে লড়ে
অর্জুন মানিকটা যদি যায় মরে।
সত্যি বলতে কি, সেই কারণেই
তোকে দলে নিতে আজ, এসেছি যে এই।
কর্ণ: তাই বলো, এতদিন বাদে কেন আজ এ
আমায় এসেছো নিতে পাণ্ডব মাঝে।
ব্যাপারটা বুঝে দেখো, ম্যাচ ফিক্সিং
এসবের মাঝে আমি নেই কোনোদিন।
যদিও বা জেনেটিক মিল আছে কিছু,
তা বলে ওয়াকওভার দিয়ে হবো নিচু?
কুন্তী: না না, কেন ছেড়ে দিবি, শুধু দেখ যাতে
খোকাটা না যায় মারা, তোর নিজ হাতে -
কর্ণ: শোনো মা, আমার কিছু নীতিবোধ জাগে,
তুমি কিছু বললে তা প্রথমেই থাকে।
অর্জুন বীর খুব, আমি শুধু একা
হারাতে তো পারি ওকে, যদি হয় দেখা।
কিন্তু তোমার কাছে অর্জুন দামী -
ভয় নেই, দূরে দূরে থাকবো তো আমি,
কিন্তু যুদ্ধে তবু, দেখা হলে ভুলে,
কোল্টের সেফটি ক্যাচটা না খুলে
দাঁড়িয়ে থাকবো আমি - বাকি সব মিছে,
কুন্তী: ধন্য কর্ণ তুই, থাক বাবা বেঁচে -
কর্ণ: থামো মা, এখন রাত ঘুটঘুটে বেশ,
ফিরে যাও, আমাদের কথা হলো শেষ।
নদীর ওপারে ক্যাম্প - যাও তুমি ফিরে,
এ যুদ্ধে যাই হোক, মনে রেখো বীরে।
যুদ্ধে হারবো আমি, বুঝি আমি এও,
রাস্তাটা ভালো নয়, সাবধানে যেও।

বিশ্বাস

প্রিয়দর্শী মজুমদার

ছায়া আমার এড়িয়ে চলো
নইলে সর্বনাশ;
ধর্ম বিধান, সত্যি?
নাঃ, ধর্মান্ধতার দাশ।

ওইদিকেতে আবার দেখো
পরিয়ে দিল ছ-কোণ তারা,
বাচ্চা বুড়ো নির্বিশেষে
কয়েক লক্ষ জীবন হারা!

মনের মিলের যুগল মাঝে
ফারাক যদি দেখি,
সম্মানের দায় অন্য কারুর,
তাই প্রাণটা নিয়েই রাখি।

কোন রাজা ভাই কাগজ নিয়ে
অশ্বমেধে গেল?
সাহেব সুবো মড়ক দিয়ে
দিশি লোক যে খেল?

তৈরি করা বিপদ কাহন
হাসির মোটেই নয়
'বরফ' যখন অযৌক্তিক
তখনই তো ভয়

তবুও বলি গেল গেল
রবের কিছু নেই
'ABCD' শক্তি ধরে
বদল আনবেই।।

The Wishing Well

M E M B E R C O N T R I B U T I O N S

CAB
50 ANNIVERSARY
Organized by Cultural Association of Bengal
40th Banga Sammelan
NORTH AMERICAN BENGALI CONFERENCE 2020, LAS VEGAS
হাতে হাত ধরে চলি
JULY 3RD - JULY 5TH, 2020
PADMASHRI HARIHARAN
JEET GANGULY
PANDIT TANMOY BOSE
SURAJIT
USTAD RASHID KHAN
PANDIT RONU MAZUMDAR
PANDIT TARUN BHATTACHARYA
MANOMOY BHATTACHARYA
ANEEK DHAR
DURNIBAR SAHA
SAHEB CHATTERJEE
SHAMA RAHMAN
DEEPABALI DATTA
SHREYA GUHATHAKURTA
UJJAINI
SURANJAN ROY
RUPA DEB
SOUMEN NANDI
KUSHAL PAUL
SROVONTI BANERJEE
CHANDRIKA BHATTACHARYA
SOUMEN ADHIKARI
SAGNIK SEN
ANTARA DAS
Visit our website: www.nabc2020.org

Kisholoy and Latika Goswami - An Entrepreneuring Couple

Kisholoy Goswami
President and CEO

InnoSense LLC
www.innosensellc.com

Latika Goswami
Chief Operating Officer

We wish our Dakshini friends Shubho Bijoya 2019!

AHARE BAHARE

Auhtentic Bengali Cuisine

We are a women-operated business that specializes in bringing the authentic flavors of Kolkata (Misti, Snacks, and More) to your doorstep.

9030 Owensmouth Ave,
Canoga Park, CA 91304

818-660-3958

https://wa.me/18186603958

FASHION WEAVES

WE SHIP GLOBALLY

A Collection of Ethnic Wear

CONTACT US: 818-660-3958

STAR Bio Solutions
World Leaders In Peptide Consulting
Shubho Bijoya
And
Best Wishes
Satish and Shima Joshi
1925 Via Estudillo; Palos Verdes Estates; CA 90274
Tel: 310-872-0147; 310-433-0234

CHATTERJEE
PRODUCTIONS
FOUNDER DIRECTOR
RUPAK CHATTERJEE
CONTACT. +1 424 400 4008
TRANSFORMING REEL TO REAL
PROJECTS DONE SO FAR
1. The Sea Shore
Available on
https://vimeo.com/ondemand/cpfilmstheseashore
2. Another Fairy Tale (Location Hollywood)
To be soon Released in India
Now Available on (Outside of India)
https//vimeo.com/ondemand/cpfilmsrupkatha
3. Reflection (Location Hollywood)
A story about two sisters.... To Be Released early 2020
COMING SOON
1. More Short Films
2. More Web Series
3. Thriller
4. Comedy

SUBHO BIJOYA

FRIZE CORPORATION

INDUSTRIAL, COMMERCIAL CONSTRUCTION

166605 E. GALE AVENUE
INDUSTRY, CA 91745
PH: 1-800-834-2127
FAX: 626-336-5329

Golden Jewelers, Corp.

SPECIALISTS IN 22K & 24K GOLD JEWELRY

Happy Vijaya Greeting!

18608 South Pioneer Blvd.
Artesia, CA 90701
Ph: 562.860.8553
Ph: 562.860.8556
Fx: 562.860.8399

Happy Dussehra
Highglow
22 K GOLD AND DIAMOND JEWELRY
www.highglow.com
LOS ANGELES
1-877-556-6113
18644-A Pioneer Boulevard
Artesia, CA 90701
ATLANTA
404-296-2714
1709 Church Street
Decatur, GA 30033
DETROIT
734-422-6810
28231 Ford Road
Garden City, MI 48135

Students Improve through Tutoring

SCIENCE & MATHEMATICS TUTORING.....

....FOR HIGH SCHOOL & MIDDLE SCHOOL STUDENTS

- ONE-ON-ONE TUTORING
- TUTORING OF SMALL GROUPS OF 3-4 STUDENTS
- ONLINE TUTORING

CONTACT: BASANTI DEY

BASANTIPURKAYASTHA@GMAIL.COM

424-558-4800

MATHEMATICS
Algebra I
Geometry
Algebra II
Pre-Calculus
Trigonometry
Calculus

SCIENCE
AP Physics
Physics

FRONTIER
HERITAGE
EXCLUSIVE BRIDALS
DESIGNER SUITS & SAREES
MEN'S WEAR
CHILDREN FORMAL WEAR
COSTUME JEWELRY
ACCESSORIES
WE SPECIALIZE IN
CUSTOM ORDERS
LOS ANGELES
18581 PIONEER BLVD,
ARTESIA, CA 90701
(562) 653-9396
(562) 653-9420
TORONTO
1-107, KENNEDY ROAD S.
BRAMPTON, ONTARIO
L6W 3G3 CANADA
(905) 796-0600
www.frontierheritage.com • info@frontierheritage.com

Santa Ana
MAGIC SMILE

For all your
Dental Needs!
Convenient hours,
open on Saturdays!
Accepting PPO and
Dentical
insurances.

Dr. Bhaswati Moulik

SANTA ANA MAGIC SMILE
2112 N. MAIN STREET, SUITE 100
SANTA ANA, CA 92706
(714) 835-6677
LOCATED NEXT TO BOWERS MUSEUM
AND SCHOOLFIRST CREDIT UNION

RpS

Ramana Pension Solutions

Ravi R. Chandhiramouli CFP® MBA
President

9723 Desert Bloom Pl
Gilroy CA 95020

Tel : 805.358.2269
Fax: 805.758.6891
Email: ravi@ramanapension.com

Customized Tax, Investment, Insurance, Pension & Retirement Planning

Consulting Dakshini community members since 2007

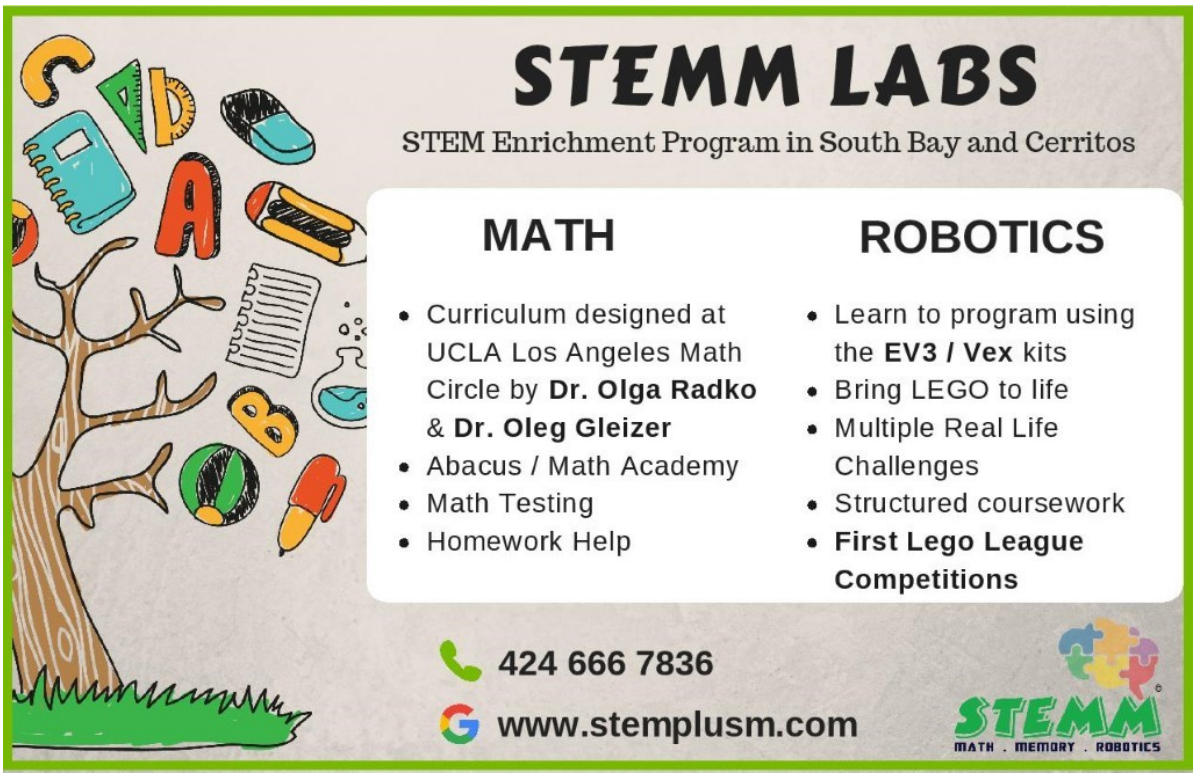

SHARODIYA SHUBHECHHA

CARBON ACTIVATED CORPORATION

2250 SOUTH CENTRAL AVENUE

COMPTON, CA 90220

Puja Greetings

Romit Kar, MD. & family
Board Certified in Pediatrics

KAR's Pediatrics
355 Placentia Ave. Ste 301
Newport Beach, CA 92663
Tel: 949-662-0152
Fax: 949-662-0159

Bijoya Greetings
And Best Wishes

Dr. Ramesh Kar & family
Dr. Naresh Kar & family
Dr. Nikhil Kar & family
Adam Bovie & family
Jaydeep Kar

S. California's Premier Test Lab
Forensic/Failure Analysis
Product Liability Investigations
Licensed Professional Engineers
Expert Witness Services / Jury Verdicts

Scanning Electron Microscopy
Infrared Analysis
Materials Testing
Mechanical Testing
2D/3D X-ray CT Scanning

KARS'
Advanced Materials, Inc.
Testing & Research Labs

2528 W. Woodland Dr., Anaheim CA 92801
(714) 527-7100
www.karslab.com / info@karslab.com

ProTab LABORATORIES

WE OFFER A WIDE VARIETY OF DIETARY SUPPLEMENTS
PRODUCTS AND SERVICES TO MEET YOUR NEEDS

ProTab Laboratories has the resources to offer complete all-in-one manufacturing services beginning with technical support to assist in developing the original formulation to blending & granulating, tableting & encapsulating, package to a finished product, and analytical verification to meet all final product specifications.

Please Visit Us: http://www.protablabs.com/

Corporate Headquarters
25902 Towne Center Drive
Foothill Ranch, CA 92610
Telephone: 949-635-1930
Fax: 949-635-1939
Email: info@protablabs.com

Bloom

Puja Greetings
from Bloom

Please visit us at
www.facebook.com/BloomSoCal

Be exclusive.
Be divine.
Be yourself.

suchismita / indrani
818-484-0130
949-878-7127

Looking to Buy, Sell or do 1031 Exchange on your Rental Property or any Real Estate Property. Please contact Knowledgeable, Reliable and Experienced Realtor in Southern California, I am License Realtor since 2000. Please log on to Zillow/Trulia for my reviews.

Nikunj (Nick) Shah.

562-754-8361 cell Or

Email: NickShahTNGRealestate@gmail.com

Note: For this Festive Holiday we have special Listing Deal call, email or text me for more details.

Nikunj (Nick) Shah
Realtor/Mortgage Consultant
NS Properties Rental Consultant

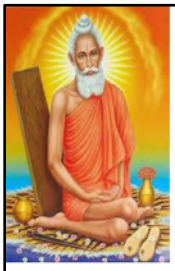

Please support LOKENATH DIVINE LIFE MISSION (LDLM)
www.babalokenath.org

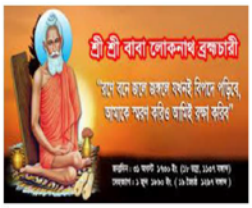

To donate please visit: www.feelinghearts.org
Founded by Shri Shuddhaanandaa Brahmachari in 1985.

The mission provides education, cultural activities and free meals to the poor and needy. It spreads rural and urban community health awareness. Along with that the mission takes care of rural economic sustainability and environmental preservation.

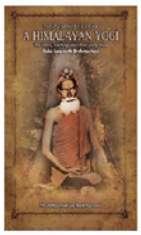

Order Books on amazon.com. Search for "The Incredible Life of a Himalayan Yogi"

How can you help? Please visit www.feelinghearts.org and use PayPal/VISA to donate. All donations in US are tax deductible. An acknowledgement letter stating the total contribution will be sent to you. Any questions please contact **Sue Berg** (susan@feelinghearts.org) or **Ananya Sen** ananyasen_usa@yahoo.com . Or visit www.babalokenath.org
Head Office: Lokenath Divine Life Mission, 277 Santipally, Kasba, Kolkata 700107, India
Follow us on Facebook, Twitter and Instagram.

VALLEY KIDNEY CARE MEDICAL GROUP

KALPESH PATEL M.D.,FACP,FASN
DESIREE JOY QUE APRN,NP-C
RANBIR SADEORA, APRN,NP-C
17075 Devonshire Street, Suite# 303
Northridge, CA-9132
Nephrology & Hypertension
phone # 818-488-1840
www.valleykidneycare.com

Excellent Personalized Kidney Care

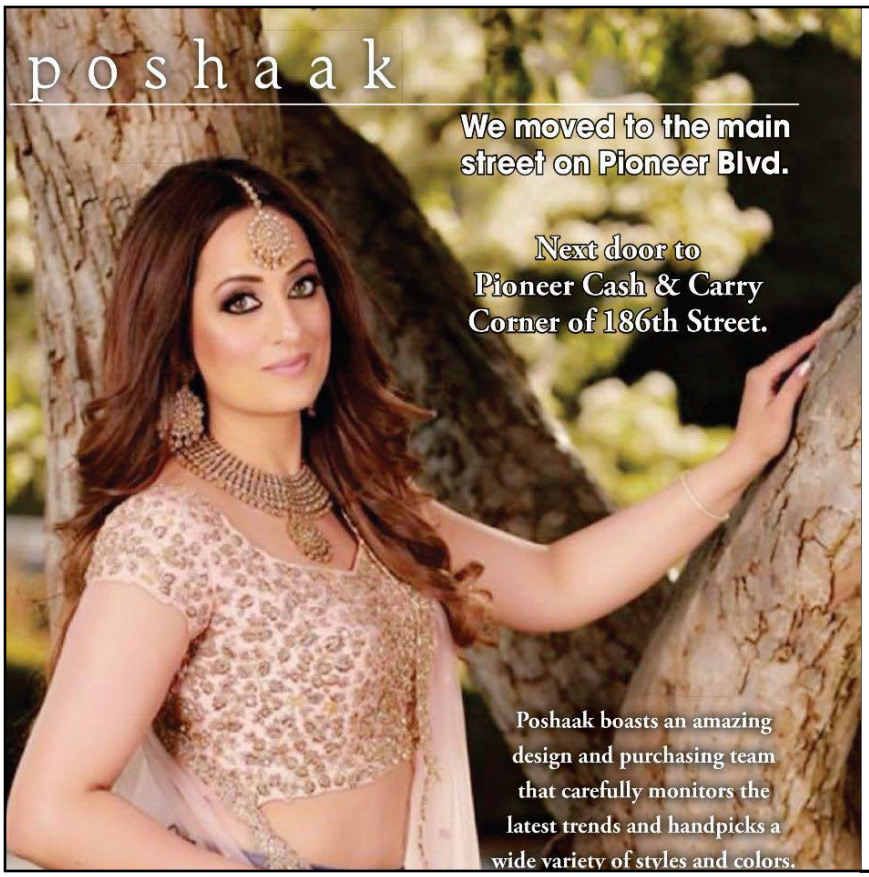

Poshaak

18609 S Pioneer Blvd., Suite A,
Artesia, CA 90701
Tel. 562.402.7775
www.eposhaak.com

We believe in quality and it will be the very first component in any product we select and sell!

Best Compliments

From

RAMCON INDUSTRIES

1219 W 225 STREET

TORRANCE, CA 90502

(310) 212 6378

www.ramconind.com

Leader in Mechanical, Civil Construction and Plant Maintenance

the yellow chilli
REDEFINING INDIAN FOOD
RESTAURANT & BANQUET
Signature Dishes That You'll Love
Customised Catering
for all Budgets
Creating The
Best Events
Call: Kamal Kaur
562-833-4396
7850 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620 . (714) 523-8880
info@theyellowchillibp.com www.theyellowchillibp.com

SUBIR & MALINI CHOWDHURY *foundation*

Committed to Advancing Education and Improving the Quality of Life for Everyone

THE CHOWDHURY PRIZE : AN ANNUAL AWARD FOR AN AMERICAN LAUREATE BELOW THE AGE 40 FOR ENORMOUS CONTRIBUTION IN LITERATURE, TO BE ADMINISTERED BY RENOWNED POETS AND LAUREATES OF USC AND KENYON COLLEGE.

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AT KHARAGPUR

SUBIR CHOWDHURY SCHOOL OF QUALITY AND RELIABILITY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY

SUBIR & MALINI CHOWDHURY CENTER FOR BANGLADESH STUDIES

HARVARD UNIVERSITY

SUBIR CHOWDHURY FELLOWSHIP ON QUALITY AND ECONOMICS

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

SUBIR CHOWDHURY POST-DOCTORAL FELLOWSHIP ON QUALITY AND ECONOMICS

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

SUBIR & MALINI CHOWDHURY FOUNDATION DISTINGUISHED SPEAKER SERIES

SUBIRCHOWDHURY.COM PHONE: 2485301395 EMAIL: JODI.CALDWELL@ASIUSA.COM

KPC HEADQUARTERS

CORONA EXPANSION

9 KPC PARKWAY

KOLKATA EXPANSION

KPC SAN DIEGO IN CONSTRUCTION

KPC CISTERRA

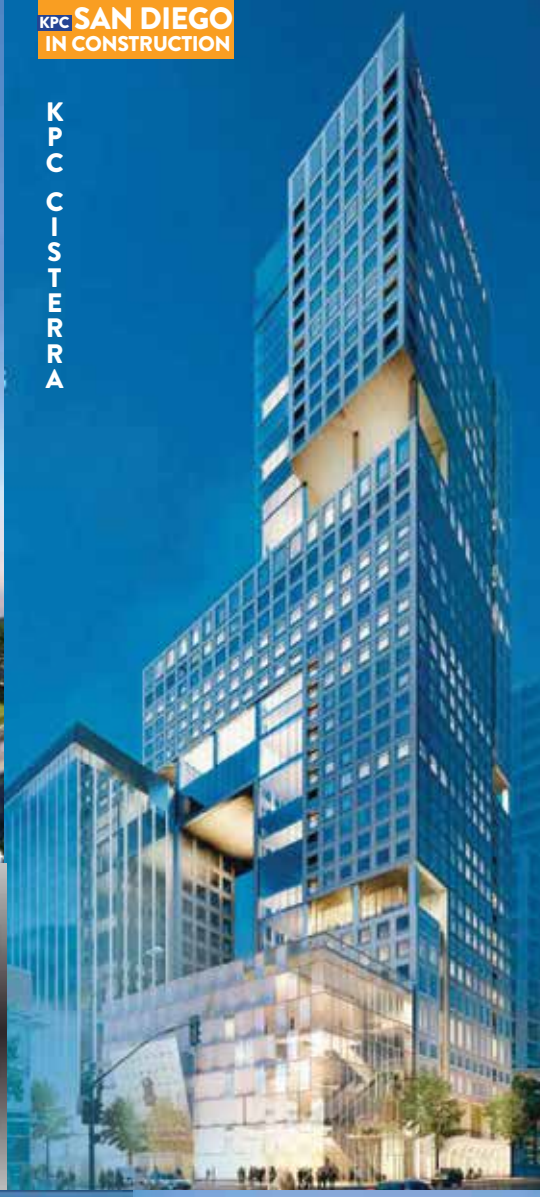

KPC MOUNT PALOMAR WINERY

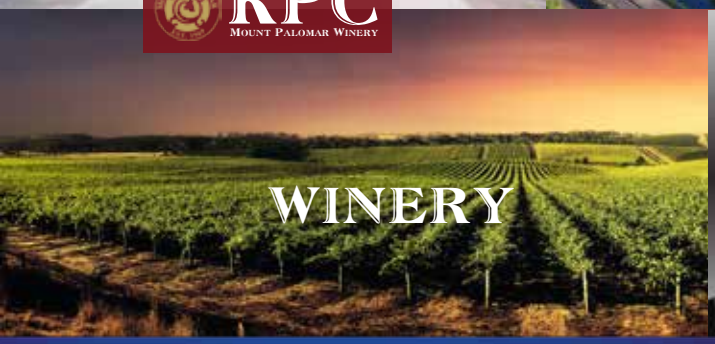

WINERY

KPC UNIVERSITY

kpc HEALTH
GLOBAL MEDICAL CENTERS

21 HOSPITAL SYSTEM

KPC COACHELLA

5,000 ACRE DEVELOPMENT